প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ ◆ ২০ - ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২০ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

যাও, ভোজসভায় সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও । *(দ্রঃ মথি ২২:৯)*

স্বনির্ভর স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে আমাদের মিশন

সিনড দ্বিতীয় অধিবেশন: মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে ওঠার আহ্বান

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্মৃতি মার্গারেট রোজারিও (মাস্টার বাড়ি, কাশিনগর)
জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
টামির বাড়ি, বড়গোল্লা, ঢাকা

তোমার চিরবিদায়ের **৮ম** বছরে, আমরা ভালবাসা ভরে তোমাকে স্মরণ করছি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি সর্বদা আমাদের আশীর্বাদ কর এবং প্রার্থনা করি তোমার সাথে যেন আমাদের মরণের পর স্বর্গস্থান লাভ করতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে তোমারই প্রিয়জনেরা
স্বামী : এডওয়ার্ড রোজারিও
ও
সন্তানেরা
লতা ভিক্টোরিয়া রোজারিও (মেয়ে)
শশি জেমস্ রোজারিও (ছেলে)

বিজ্ঞ/২৪৩/২৪

তোমরা চির অমর

**"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নাই,
তুমি আছো মন বলে তাই।"**

*আমি মরবোনা জীবিতই থাকবো
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব আমি। (সামসঙ্গীত ১১৮: ১৭)*

বাবা ও পিসি আজ তোমরা আমাদের মাঝে নেই। তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চির বিদায় নিয়েছ স্বর্গে অনন্ত যাত্রার উদ্দেশে, এই চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদের বন্ধু ও আদর্শ পথ প্রদর্শক। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র ও সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল ও ঈশ্বর নির্ভরশীলতা আমরা চির জীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব ও সেই ভাবেই অনুসরণ করে যাবো যেন আমরাও তোমাদের মতো ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। তোমাদের উপস্থিতি আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি, যেন তোমাদের আশীর্বাদ প্রতিনিয়তই আমাদের উপর বর্ষণ করে যাচ্ছো।

যতদিন আমরা এই ধরণীতে আছি, ততদিন যেন তোমাদের আদর্শ, ভালবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। তোমাদের স্মৃতি কখনো মুছে যাবার নয়। ঈশ্বর তোমাদের স্বর্গসুখ ও অনন্ত শান্তি প্রদান করুন।

প্রয়াত সিস্টার এলিজাবেথ এম.সি
পারিবারিক নাম : মিউরেল গমেজ
পিতা : প্রয়াত ম্যানুয়েল কমল গমেজ
মাতা : মারীয়া গমেজ
জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
মিশনারী অফ চ্যারিটি
কোলকাতা শিশু ভবন ইন্ডিয়া
গ্রাম: মোলাসীকান্দা সুমুন্তীবাড়ী।

প্রয়াত ইউজিন গমেজ
পিতা : প্রয়াত ম্যানুয়েল কমল গমেজ
মাতা : প্রয়াত মারীয়া গমেজ
জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মোলাসীকান্দা সুমুন্তীবাড়ী
বর্তমান নিবাস : উত্তর কাফরুল

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
মারীয়া গমেজ
লিন্ডা-থিওফিল, ইমেল্ডা-বাদল, শ্যামল-মুনমুন, টুম্পা-রিচার্ড, সিমিলি, এলভিস, ঐশিকা, নেহা, স্নেহা, অর্ঘ্য, অদ্রিজা, অবন্তিকা, হৃদিকা ও মনিকা।

বিজ্ঞ/২৪২/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৭
২০ অক্টোবর - ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০৪ কার্তিক - ১০ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণে সকলের জন্য উন্মুক্ত নিমন্ত্রণ

খ্রিস্টমণ্ডলীর অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিহিত প্রেরণকর্মে। যে প্রেরণকর্মের দায়িত্ব মণ্ডলী তার প্রতিষ্ঠাতা যিশুখ্রিস্টের কাছ থেকেই পেয়েছে। যিশু তাঁর স্বর্গীয় পিতা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন জগতের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করতে। যিশুর সেবা ও ভালোবাসার জীবন দেখে যারা তাঁকে অনুসরণ করছিল তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে যিশু দু'জন দু'জন প্রেরণ করেন। যিশু তাঁর প্রেরণদায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে গিয়ে ক্রুশের উপর আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত যিশু স্বর্গারোহণের আগে শিষ্যদেরকে জগতের সর্বত্র মঙ্গলবাণী প্রচার করতে প্রেরণ করেন। যিশু প্রদত্ত প্রেরণধর্মী কর্মকাণ্ডকে মণ্ডলী যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গুরুত্বদানের একটি প্রকাশ ঘটে বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে। বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতি বছর পালিত হয় অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবারে। এ বছর তা পালিত হবে ২০ অক্টোবরে। এই দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে যারা তাদের জীবন সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন মঙ্গলবাণীর উদার ও আনন্দময় প্রেরণকর্মী হতে। বিশেষভাবে স্মরণ করি সেই সব মিশনারী ভাইবোনদের, যারা মঙ্গলবাণী প্রচারার্থে তাদের আপন দেশভূমি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবাণী; যে ঐশ আশির্বাদের জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ তৃষিত, তা যেন অতি তাড়াতাড়ি ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি দেশ ও শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্যই মিশনারীদের এই অবিরাম যাত্রা।

মিশনারী এই যাত্রায় আমরা সকলে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ পেয়েছি। মঙ্গল কাজ ও মঙ্গলবাণী প্রচার-প্রসারের কাজ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বক্তিবর্গের জন্য নয়। তা সবার জন্য উন্মুক্ত। পুণ্যপিতা স্পষ্টভাবে বলেন যে প্রেরণকর্ম তথা বাণীপ্রচার হলো ঐশরাজ্যের ভোজসভায় অন্যদের নিমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ক্লান্তিহীন এক বহির্মূখী যাত্রা, নিজের পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে বাহিরে অন্যদের কাছে গমন। 'সবাইকে' নিমন্ত্রণ জানানোর অর্থই হচ্ছে যারা আমাদের মতো নয়, যাদের সাথে আমাদের রয়েছে অবস্থা ও মতাদর্শের পার্থক্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণের তফাৎ, তাদেরকেও নিমন্ত্রণ জানানো, কাছে টানা, তাদের সাথেও এক হওয়া। পোপ মহোদয়ের কথায় "প্রেরণকর্মের প্রাণকেন্দ্র হলো 'সকলে', সেখানে কেউই বাদ পড়বে না। বর্তমানে বিভেদ ও সংঘাতের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার হলো এক মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বরটি সকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানায় যেন তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, যেন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে যে তারা পরস্পর ভাই ও বোন, আর এভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের কারণে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি কোনভাবেই প্রেরণকাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। দীক্ষার গুণে বিনা মূল্যে বিশ্বাসের যে দান লাভ করা হয়েছে তা সবার সাথে সহভাগিতা করার একটি স্পৃহা জাগ্রত। মণ্ডলীর ভক্ত হিসেবে আমরা সকলে দীক্ষিত আর তাই সকলেই প্রেরিত। আমরা প্রেরিত খ্রিস্ট মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে সমগ্র মানবজাতির কাছে খ্রিস্টের ভালোবাসার বাণী ও মঙ্গলময় কাজের কথা তুলে ধরতে। বিশেষভাবে যারা খ্রিস্টের ভালোবাসার বাণী ও সেবার ছোঁয়া এখনো পাননি তাদের কাছে তা পৌঁছে দিতে। আমাদের দেশে প্রেরণকর্মের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গতিশীল ও প্রয়োগিক চিন্তা এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন অনেক বেশি। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে একসময়ে মঙ্গলবার্তার সাক্ষ্যদান ও খ্রিস্টীয় গঠনদানে অনন্য ভূমিকা পালন করছিলেন ক্যাটেখিস্ট ও ধর্মশিক্ষকগণ। প্রকৃতপক্ষে এখনো গ্রামে-গঞ্জে বাণীপ্রচারে ও খ্রিস্টীয় জীবন সাক্ষ্যদানে তাদের বিকল্প নেই। সঙ্গতকারণে তাদের যত্ন ও গঠনদান অতীব জরুরী। ক্যাটেখিস্ট ও ধর্মশিক্ষকগণ তাদের জীবন ও পরিবার পরিচালনার জন্য নিশ্চয়তা পেলে বাণীপ্রচারের কাজে আরো বেশি গতিশীলতা আনতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

শত শত মিশনারীদের জীবন নিবেদন ও মিশনকাজে নিয়োজিত হাজার হাজার উদার মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানেই আমরা ধীরে ধীরে বিশ্বাসের জীবনে এগিয়ে চলছি ও পরিপক্কতার দিকে ধাবিত হচ্ছি। মিশনকাজে অংশ নেবার সময় বাংলাদেশ মণ্ডলীর এসে গেছে। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে আশানুরূপ লোকবল থাকায় বাংলাদেশ মণ্ডলী সার্বিকভাবে চিন্তা করতে পারে মিশনারী কাজে তাদের সন্তানদের প্রেরণ করতে। সংঘভুক্ত হয়ে কেউ কেউ মিশনকাজে যাচ্ছেন তা বাংলাদেশ মণ্ডলীর আনন্দের বিষয়। তবে এ কাজে আরো উদারতার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সময়ে যুবারা পথে-ঘাটে যেকোন স্থানে বর্তমান সময়ের মিডিয়া ব্যবহার করে বাণী প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদেশী নয় স্থানীয় মনোভাব নিয়ে যিশুর প্রেরণকাজে আমরাও অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বিশ্ব প্রেরণ বরিবারে সকল মিশনারী এবং মঙ্গলবাণী বাস্তবায়নে নিবেদিত সকলের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। †

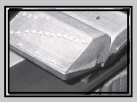

"যীশু তাঁদের বললেন,' আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে তোমরা পান করবে বটে; আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরা ও দীক্ষিত হবে; কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।" (মার্ক ১০: ৩৯-৪০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

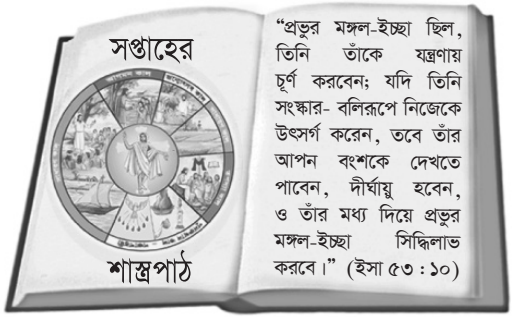

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২০ অক্টোবর - ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২০ অক্টোবর, রবিবার
বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
ইসা ৫৩: ১০-১১, সাম ৩৩: ৪-৫, ১৮-২০, ২২, হিব্রু ৪: ১৪-১৬, মার্ক ১০: ৩৫-৪৫

২১ অক্টোবর, সোমবার
এফে ২: ১-১০, সাম ১০০: ১-৫, লুক ১২: ১৩-২১

২২ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধু ২য় জন পল, পোপ
এফে ২: ১২-২২, সাম ৮৫: ৮-১৩, লুক ১২: ৩৫-৩৮

২৩ অক্টোবর, বুধবার
কাপেস্ত্রানোর সাধু যোহন, যাজক
এফে ৩: ২-১২, সাম ইসা ১২: ২-৬, লুক ১২: ৩৯-৪৮

২৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধু আন্তনী মেরী ক্লারেট, বিশপ
এফে ৩: ১৪-২১, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১১-১২, ১৮-১৯, লুক ১২: ৪৯-৫৩

২৫ অক্টোবর, শুক্রবার
এফে ৪: ১-৬, সাম ২৪: ১-৬, লুক ১২: ৫৪-৫৯

২৬ অক্টোবর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
এফে ৪: ৭-১৬, সাম ১২২: ১-৫, লুক ১৩: ১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৮৭ সি. মেরী রোজলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. মারিনো রিগন, এসএক্স (খুলনা)

২১ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৪৫ সি. এম. জন দ্যা বাপ্টিস্ট, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সি. এম. অলগা হিউজ, সিএসসি
+ ১৯৮৯ সি. করমারীয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. ফ্রান্সেসকো ভিল্লা, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফা. যোসেফ কুকালে, এসজে
+ ২০০৪ ফা. পিটার রোজারিও (ঢাকা)

২২ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯২৫ বিশপ ফ্রান্সিসকো পজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সি. মেরী লাঙ্গুইদা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. জভান্নি ভানসেত্তি, পিমে (দিনাজপুর)

২৩ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৬৫ সি. মেরী আলাকুক, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৪ ফা. জুসেপ্পে আর্মানস্কো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জিন মরিন, সিএসসি

২৫ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৫৬ সি. বের্তিল্লা পেল্লেগাত্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ সি. মেরী কার্মেল, এসএমআরএ (ঢাকা)

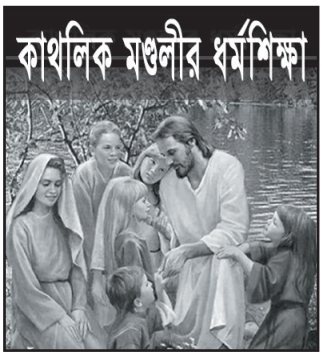

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৮২৮ প্রেমের দ্বারা সঞ্জীবিত নৈতিক জীবনের সাধনা খ্রীষ্টভক্তদেরকে ঐশসন্তানের আত্মিক স্বাধীনতা দান করে। সে আর ঈশ্বরের সামনে দাস হিসেবে, ক্রীতদাসের মত ভয় নিয়ে, অথবা বেতনভোগী কর্মচারীর ন্যায় বেতনলাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকেনা, বরং "আমাদেরকে প্রথম ভালবেসেছেন," তাঁরই ভালবাসার সাড়া দেয়।

শাস্তি লাভের ভয়ে যদি আমরা মন্দতা থেকে মন ফিরাই, তবে আমরা ক্রীতদাসের পর্যায়েই আছি। যদি আমরা মজুরীর দ্বারা প্রলোভিত হই... তাহলে আমরা বেতনভোগী কর্মীরই সমতুল্য। পরিশেষে, যদি মঙ্গলেরই কারণে, যিনি আদেশ দেন তাঁর ভালবাসারই কারণে, যদি তাঁর বাধ্য হয়ে চলি... তবেই তো আমরা সন্তানের অবস্থায় থাকি।

১৮২৯ ভালবাসার ফলসমূহ হল আনন্দ, শান্তি ও দয়া; ভালবাসা দাবি করে পরোপকার সাধন ও ভ্রাতৃসুলভ সংশোধন; এটি হল বদান্যতা; ভালবাসা পারস্পরিকতা দান করে, এবং নিঃস্বার্থ ও উদার হয়; এটা বন্ধুত্ব ও মিলন :

ভালবাসা আপনা থেকেই আমাদের সকল কাজের পূর্ণতা। আমাদের লক্ষ্য ওখানেই; এরই উদ্দেশে আমরা দৌড়াই, যখন পৌঁছে যাব, তখন সেখানেই পাব আমাদের বিশ্রাম।

॥ গ ॥ পবিত্র আত্মার দান ও ফলসমূহ

১৮৩০ খ্রীষ্টভক্তদের নৈতিক জীবন পরিপুষ্টি লাভ করে পবিত্র আত্মার দানসমূহ দ্বারা। দানগুলো হল সে-সব স্থায়ী অন্তর-ভাব, যা পবিত্র আত্মার নির্দেশ অনুসারে চলার জন্য মানুষকে অনুগত করে।

১৮৩১ পবিত্র আত্মার সাতটি দান হল: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বর-ভীতি। এগুলোর পূর্ণতার অধিকারী দাউদ-সন্তান স্বয়ং খ্রীষ্ট। যারা এই দানগুলো গ্রহণ করে, তাদের সদ্‌গুণগুলোকে সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধতা দান করে। এগুলো বিশ্বাসীভক্তদের ঐশ প্রেরণায় সর্বদা অনুগত করে।

তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করুন সমতল পথে।

কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র...। আর আমরা যখন সন্তান তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী - খ্রীষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী।

১৮৩২ পরম আত্মার ফলসমূহ হল সেই সিদ্ধতা যা পবিত্র আত্মা শাশ্বত মহিমার প্রথম ফল হিসেবে আমাদের মধ্যে গঠন করেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য এরকম বারটি ফলের নাম উল্লেখ করে: "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্ম-সংযম, ধৈর্য, মৃদুতা ও বিশুদ্ধতা"।

সারসংক্ষেপ

১৮৩৩ সদ্‌গুণ হল মঙ্গল করার প্রতি অভ্যাসগত ও দৃঢ় মনোভাব।

১৮৩৪ মানবিক সদ্‌গুণগুলো হল বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ় মনোভাব, যা বুদ্ধিশক্তি ও ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আমাদের ক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে, প্রবৃত্তিসমূহকে শৃংখলায় রাখে, এবং আমাদের আচরণকে পরিচালিত করে। এগুলো চারটি প্রধান গুণে শ্রেণীভুক্ত করা যায়: সদ্‌বিবেচনা, ন্যায্যতা, মনোবল ও মিতাচার।

১৮৩৫ সদবিবেচনা সব অবস্থায় মঙ্গলকে অবধারণ করতে এবং তা অর্জন করার জন্য সঠিক কর্ম বেছে নিতে, প্রায়োগিক যুক্তিবুদ্ধির অবতারণা করে।

বিশ্ব প্রেরণ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

যাও, ভোজসভায় সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও (দ্রঃ মথি ২২:৯)

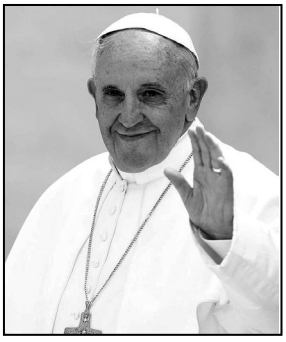

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

বিশ্ব প্রেরণ দিবসের জন্যে যে মুলসুরটি এ বছর আমি বেছে নিয়েছি, তা মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত বিবাহ-ভোজের উপমা কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে *(দ্রঃ মথি ২২:৯)*। বিবাহ-ভোজে যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তাদের সকলের প্রত্যাখ্যানের পর গল্পের প্রধান চরিত্র রাজা নিজেই তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দেন: "...তাই তোমরা এখন যাও, প্রতিটি রাস্তার মুখে গিয়ে সামনে যাদেরই দেখতে পাও, বিয়ের উৎসবে আসার জন্যে তাদেরই নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আন।" এই উপমায় এবং যিশুর নিজের জীবনের আলোকে এই মূল অংশটি ধ্যান করে আমরা বাণীপ্রচারের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক উপলব্ধি করতে পারি। খ্রিস্টবাণী প্রচারকর্মী শিষ্য ও শিষ্যা হিসেবে আমাদের সকলের জন্য এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সময়োপযোগী, কারণ আমরা রয়েছি সিনডীয় যাত্রার চূড়ান্ত ধাপে যার মূলভাব ছিল "মিলন, অংশগ্রহণ, প্রেরণ"। এই সিনডীয় মূলসুর বারবার মণ্ডলীর মৌলিক কাজটির দিকে আলোকপাত করে আর সেই কাজটি হলো আজকের জগতে মঙ্গলসমাচার প্রচার।

১। "যাও, নিমন্ত্রণ জানাও!" বাণীপ্রচার হলো প্রভুর ভোজে অন্যদের নিমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ক্লান্তিহীন বহির্মূখী যাত্রা

কর্মচারীদের প্রতি রাজার আদেশের মধ্যে আমরা দু'টি শব্দ খুঁজে পাই যা বাণীপ্রচারের মূল বিষয়গুলো প্রকাশ করে: দু'টি ক্রিয়াপদ, 'যাওয়া' ও 'নিমন্ত্রণ জানানো'।

প্রথমত, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে কর্মচারীদের রাজা আগেই অতিথিদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তার নিমন্ত্রণ বার্তা জানাতে *(দ্রঃ ৩-৪ পদ)*। আমরা এখানে দেখতে পাই যে 'প্রেরণ' হলো সকল নারী-পুরুষের কাছে একটি ক্লান্তিহীন বহির্মুখী যাত্রা, যেন তারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের নিমন্ত্রণ পায়, তাঁর সাথে মিলনবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ক্লান্তিহীনই বটে! বারবার উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ভালোবাসায় মহান ও কৃপায় পরিপূর্ণ ঈশ্বর সকল মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রতিনিয়তই অগ্রসর হন এবং তাঁর রাজ্যের আনন্দের সহভাগী হতে তাদের বারবার আহ্বান করেন। উত্তম মেষপালক ও পিতার বার্তাবাহক প্রভু যিশু খ্রিস্ট ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের সন্ধান করতেই পথে নেমেছিলেন। তিনি একান্তভাবে চেয়েছেন আরো দূর অগ্রসর হতে যেন সবচেয়ে দূরবর্তী মেষটির কাছেও তিনি পৌঁছতে পারেন *(দ্রঃ যোহন ১০:১৬ পদ)*। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আগে ও পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন: "তোমরা যাও!" এভাবে তিনি নিজের প্রেরণকর্মে তাদেরও অংশীদার করে তুলেছিলেন *(দ্রঃ লুক ১০:৩; মার্ক ১৬:১৫)*। প্রভুর কাছ থেকে যে প্রেরণদায়িত্ব লাভ করেছে তার প্রতি সদাবিশ্বস্ত থেকে মণ্ডলী তার পক্ষ থেকে জগতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রভুর সেই যাত্রা অব্যাহত রাখবে, বারংবার যাত্রা করবে, শত প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মাঝেও সে হবে না শ্রান্ত কিংবা আশাহত।

আমি সকল প্রেরণকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই যারা খ্রিস্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবকিছু ত্যাগ করেছেন, নিজেদের মাতৃভূমি থেকে দূরদেশে যাত্রা করেছেন, মঙ্গলসমাচার বহন করে নিয়ে গেছেন সেই সকল স্থানে যেখানে মানুষ এখনো তা শুনেনি, কিংবা খুবই সাম্প্রতিক সময়ে তার সংস্পর্শে এসেছে। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের উদার আত্মনিবেদনই জাতিসমূহের মাঝে প্রেরণকর্মের প্রতি আপনাদের দৃঢ় অঙ্গিকারের একটি স্পষ্ট প্রকাশ, যে প্রেরণকর্মের ভার একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন: "...যাও : তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর" *(মথি ২৮:১৯ পদ)*। নতুন এবং অগণিত মিশনারী আহ্বানের জন্য আমরা ক্রমাগত প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যেন জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হতে পারে।

আমরা যেন ভুলে না যাই, সকল পরিস্থিতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত আপন জীবনে মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আহূত হয়েছেন বিশ্বজনীন সেই প্রেরণকর্মে অংশ নিতে যাতে ক'রে গোটা মণ্ডলী তাঁর প্রভু ও গুরুর সাথে বর্তমান জগতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে। "মণ্ডলীতে আজকের দৃশ্যপট হলো এই : যিশু দরজায় আঘাত করে চলেছেন, তবে বাহির থেকে নয়, ভেতর থেকে, যাতে করে আমরা তাঁকে বাহিরে যেতে দেই! প্রায়শ আমরা যেন এক 'কারাবন্দী' মণ্ডলীতে পরিণত হই, যে মণ্ডলী প্রভুকে বাহির হতে দেয় না, তাঁকে 'একান্ত নিজস্ব' ভেবে আটকে রাখে। অথচ প্রভু এসেছিলেন প্রেরণকর্মের জন্যেই এবং তিনি চান আমরাও যেন প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি।" *(Dicastery for the Laity, Family and Life আয়োজিত এক অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি পোপের বাণী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)*। দীক্ষাস্নান-প্রাপ্ত আমরা সবাই যেন কোমর বেঁধে প্রস্তুত হই, প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-অবস্থার আলোকে, আবার নতুন ক'রে যাত্রা করতে, এক নতুন প্রেরণমুখী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটাতে, যেমনটি খ্রিস্টধর্মের ঊষালগ্নে ঘটেছিল!

উপমা কাহিনীতে বর্ণিত রাজার নির্দেশের দিকে ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কর্মচারীদের শুধু বলা হয়নি 'যাও', উপরন্তু এটাও বলা হয়েছিল: 'নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আন': "আপনারা আসুন, বিয়ের উৎসবে যোগ দিন!" *(মথি ২২:৪)*। এখানেও আমরা ঈশ্বরের দ্বারা ন্যস্ত প্রেরণকার্যের আরো একটি দিক খুঁজে পাই যা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি যে কর্মচারীরা রাজার নিমন্ত্রণ অতিথিদের কাছে অত্যন্ত তৎপরতা অথচ গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেইরূপ সকল সৃষ্টির কাছে মঙ্গলসমাচার বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণকাজটি - যাকে প্রচার করা হচ্ছে সেই খ্রিস্টের 'স্টাইলে' হওয়াটাই আবশ্যক। "যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আবার মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন সেই যিশু খ্রিস্টতে প্রকাশিত ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ভালোবাসার সৌন্দর্য" *(মঙ্গলসমাচারের আনন্দ, ৩৬)* জগতের কাছে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে প্রেরণকর্মী শিষ্যগণের উচিত তাদের অন্তরে নিহিত পবিত্র আত্মার ফল তথা আনন্দ, মহানুভবতা ও পরার্থপরতার সাথে *(দ্রঃ গালা ৫:২২)* তা সম্পাদন করা; কোনভাবেই চাপ প্রয়োগ বা জবরদস্তি করে নয়, কিংবা ধর্মান্তরিত করেও নয়, বরং সর্বদা ঘনিষ্ঠতা, সমবেদনা ও কোমলতার সাথে তা সম্পাদন করা যা স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপ ও কর্মের প্রতিফলন ঘটায়।

২। "বিবাহ ভোজসভায়"। খ্রিস্ট ও মণ্ডলীর প্রেরণকার্যের অন্তিমকালীন (Eschatological) ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় (Eucharistic) দৃষ্টিকোণ

উপমাটিতে রাজা কর্মচারীদেরকে তাঁর পুত্রের বিয়ের উৎসবের নিমন্ত্রণ বয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। ঐ বিবাহ উৎসব হলো অন্তিমকালীন সেই মহাভোজের প্রতিফলন। সেটি ঐশরাজ্যে চূড়ান্ত পরিত্রাণের একটি প্রতিচ্ছবি, যা যিশু মশীহ ও ঈশ্বর-পুত্রের আগমন দ্বারা পেয়েছে পূর্ণতা, যিনি আমাদের দিয়েছেন পরিপূর্ণ জীবন *(দ্রঃ যোহন ১০:১০)*। এই বিষয়টি ফুটে উঠে টেবিলে সাজানো রসালো খাবারের সাথে সুমিষ্ট দ্রাক্ষারসের সেই প্রতিচ্ছবিতে যখন ঈশ্বর চিরকালের জন্য মৃত্যুকে নাশ করবেন *(দ্রঃ ইসা ২৫:৬-৮)*।

খ্রিস্টের প্রেরণকর্ম কালের পূর্ণতার সাথে সম্পৃক্ত যেমনটি তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁর প্রচারকর্মের প্রারম্ভে: "সময় হয়ে এসেছে ঃ ঐশ রাজ্য এখন খুব কাছেই" *(মার্ক ১:১৫)*। তদ্রূপ খ্রিস্টের শিষ্য-শিষ্যা সকলেই আহূত তাদের প্রভু ও গুরুর সেই প্রেরণকার্য অব্যাহত রাখতে। এই বিষয়ে আমরা স্মরণ করি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা, যা ব্যক্ত করে নিজ গণ্ডি থেকে বের হয়ে বহির্মুখী প্রেরণকর্মের যাত্রা বিষয়ক মণ্ডলীর অন্তিমকালীন (eschatological) স্বরূপের কথা। "প্রেরণধর্মী কর্মকাণ্ডের সময়টি প্রভুর প্রথম আগমন থেকে দ্বিতীয় আগমণের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত..., কারণ প্রভুর শেষ আগমনের আগে কিন্তু মঙ্গলসমাচার সকল জাতির কাছে প্রচারিত হতেই হবে *(দ্রঃ মার্ক ১৩:১০)" (Ad Gentes, 9).*

আমরা জানি যে আদি যুগের খ্রিস্টভক্তদের মিশনারী উদ্যমের মধ্যে নিহিত ছিল একটি শক্তিশালী অন্তিমকালীন মাত্রা। তারা মঙ্গলসমাচার প্রচারের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। আজও এই দিকটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদেরকে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করে – তাদের আনন্দের সহভাগী হয়ে যারা জানেন যে "প্রভু কাছেই আছেন" এবং তাদের আশার সহভাগী হয়ে যারা লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন – যেন একদিন আমরা সবাই খ্রিস্টের সাথে ঐশ রাজ্যের বিবাহ উৎসবে উপস্থিত হতে পারি। জগত যখন ভোগবাদ, স্বার্থপর আরাম-আয়েশ, সম্পদের সঞ্চয় ও ব্যক্তিবাদের মতো বিভিন্ন লোভনীয় "ভোজসভা" আমাদের সামনে তুলে ধরে, মঙ্গলসমাচার তখন সবাইকে আহ্বান জানায় স্বর্গীয় ভোজসভার জন্যে যেখানে বিরাজ করে আনন্দ, সহভাগিতা, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব – যা ঈশ্বরের সাথে ও অন্যের সাথে ঐক্যের ফলশ্রুতি।

এই জীবনের পূর্ণতা যা খ্রিস্টেরই দান তার পূর্ব আস্বাদন আমরা আজকেই লাভ করতে পারি পবিত্র খ্রিস্টযাগের মিলনভোজে যা মণ্ডলী প্রভুর নির্দেশমতো তাঁরই স্মরণে সর্বদা উদযাপন করে থাকে। আর তাই অন্তিমকালের ভোজসভার সেই নিমন্ত্রণটি– যা আমাদের বাণীপ্রচারের প্রেরণকার্যে আমরা সবার কাছে বয়ে নিয়ে যাই– তা অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত খ্রিস্টযাগের সেই ভোজসভার সাথে। এই খ্রিস্টযাগেই প্রভু তাঁর বাণী এবং তাঁর দেহ ও রক্তের খাদ্যে আমাদের পরিতৃপ্ত করেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যেমনটি শিক্ষা দিয়েছেন: "প্রতিটি খ্রিস্টযাগ উদযাপনের মধ্য দিয়ে ঐশ জনগণের অন্তিমকালীন সমাবেশটি সাক্রামেন্তীয় ভাবে মূর্ত হয়ে উঠে। আমাদের জন্য খ্রিস্টযাগের মিলনভোজটি অন্তিম ভোজেরই এক সত্যিকার পূর্ব আস্বাদন যার পূর্বাভাষ প্রবক্তাগণ দিয়ে গেছেন *(দ্রঃ ইসা ২৫:৬-৯)* এবং যা নব সন্ধিতে বর্ণিত হয়েছে 'মেষশাবকের বিবাহ-ভোজ' রূপে *(প্রত্যা ১৯:৯)*, যা একদিন সাধু-সাধ্বীদের একত্বে অসীম আনন্দে উদযাপন করা হবে" (*Sacramentum Caritatis, 31*)।

ফলে প্রতিটি খ্রিস্টযাগকে তার সমস্ত দিক, বিশেষভাবে তার অন্তিমকালীন ও প্রেরণধর্মী দিকগুলি নিয়ে আরো নিবিড়ভাবে অভিজ্ঞতা করতে আমরা সবাই আহূত। এই প্রেক্ষিতে আমি আবারও বলছি যে "(বহির্মূখী) প্রেরণকর্মের তাগিদ ছাড়া আমরা খ্রিস্টযাগের মিলনভোজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না। কারণ প্রেরণকর্ম যা স্বয়ং ঈশ্বরের হৃদয়ে আরম্ভ হয়, তার লক্ষ্য হলো সকল মানুষের কাছে পৌঁছানো" (*Sacramentum Caritatis, 84*)। অনেক স্থানীয় মণ্ডলী কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে প্রশংসনীয় ভাবে খ্রিস্টপ্রসাদীয়/খ্রিস্টযজ্ঞীয় পূনর্নবিকরণের বিষয়কে ত্বরান্বিত ও প্রসারিত করে চলেছে। বিশ্বাসীগণের প্রত্যেক জনের অন্তরে প্রেরণকর্মের স্পৃহা জাগ্রত করার জন্যেও এটি আবশ্যক। প্রতিটি খ্রিস্টযাগে কতই না গভীর বিশ্বাস আর আন্তরিক উদ্যমের সাথে আমাদের উচ্চারণ করা সমীচিন: "হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা করি, এবং তোমার পুনরুত্থান স্বীকার করি, যতদিন না তুমি পুণরায় আগমণ কর"!

জুবিলী বর্ষ ২০২৫ এর প্রস্তুতির জন্যে প্রার্থনা-বর্ষের এই সময়ে আমি আপনাদের সবাইকে উৎসাহিত করতে চাই যে আপনারা আরো দৃঢ়ভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ হোন যে আপনারা সর্বোপরি নিয়মিত পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেন এবং খ্রিস্টবাণী প্রচারে মণ্ডলীর প্রেরণকার্যের জন্য প্রার্থনা করবেন। পরিত্রাতার আদেশের প্রতি অনুগত হয়ে মণ্ডলী প্রার্থনা করা থেকে নিরত হয় না; সে অনুনয় করে চলে প্রত্যেকটি খ্রিস্টযাগে ও ঔপাসনিক অনুষ্ঠানে, "প্রভুর প্রার্থনায়" তার অনুনয়ে "তোমার রাজ্য আসুক"। এভাবে প্রতিদিনকার প্রার্থনা এবং বিশেষ করে খ্রিস্টযাগ আমাদেরকে করে তোলে তীর্থযাত্রী এবং আশার প্রেরণকর্মী – আমরা যারা এগিয়ে চলেছি ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত অনন্ত জীবনের দিকে, এগিয়ে চলেছি সেই বিবাহ ভোজের উৎসবে যা ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

৩। "সবাই"। খ্রিস্ট ও সর্বাঙ্গে সিনডীয় ও প্রেরণমুখী মণ্ডলীর শিষ্য-শিষ্যাদের বিশ্বজনীন প্রেরণকর্ম

তৃতীয় এবং শেষ অনুধ্যানটি হলো রাজার নিমন্ত্রণের পাত্র যারা তাদেরই বিষয়ে, অর্থাৎ "সবাই"। যেমনটি আমি জোর দিয়ে আগেও বলেছি: "প্রেরণকর্মের প্রাণকেন্দ্র হলো "সকলে", সেখানে কেউই বাদ পড়বে না। তাই আমাদের প্রত্যেকটি প্রেরণকর্ম খ্রিস্টের হৃদয় হতে সৃষ্ট যেন তিনি সবাইকে তাঁর কাছে টানতে পারেন" *(পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত বাণী, ৩ জুন ২০২৩)*। বর্তমানে বিভেদ ও সংঘাতের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর হিসেবে বিরাজ করে। সেই কণ্ঠস্বরটি সকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানায় যেন তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, যেন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে যে তারা পরস্পর ভাই ও বোন, আর এভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের কারণে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে উঠে। "আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর তো এই চান যে, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে, সকলেই যেন সত্যকে চিনে নিতে পারে" *(১ তিম ২:৪)*। তাই আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে, আমাদের প্রেরণধর্মী কার্যকলাপে আমরা আহূত সকলের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে: "নূতন নূতন বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত এমন জাতি হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া যারা চায় তাদের আনন্দ সহভাগ করে নিতে, যারা সুন্দরের দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং যারা অন্যদেরকে তাদের সাথে সুস্বাদু ভোজে বসার আমন্ত্রণ জানায়" *(মঙ্গলসমাচারের আনন্দ, ১৪)*।

সামাজিক কিংবা নৈতিক অবস্থা যেমন-ই হোক না কেন, খ্রিস্টের মিশনারী শিষ্য-শিষ্যাগণ তাদের অন্তরে সকল মানুষের জন্যে একটি আন্তরিক উদ্বেগ সর্বদাই পোষণ করে এসেছেন। বিবাহ ভোজের উপমা কাহিনীটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করে যে, রাজার নির্দেশে কর্মচারীরা "রাস্তায়-রাস্তায় গিয়ে ভাল-মন্দ যেমন লোককেই সামনে পেল, তাদের সকলকেই জড় করে নিয়ে এল" *(মথি ২২:১০)*। উপরন্তু, "দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ ও খোঁড়া" *(লুক ১৪:২১)*, এক কথায় আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে দীনতম যারা, যারা সমাজ কর্তৃক প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে, তারাও

সবাই রাজার বিশেষ অতিথিবৃন্দ। তাঁর পুত্রের বিবাহ ভোজ যা ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তা সর্বদা সবার জন্যে উন্মুক্ত, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর ভালোবাসা অসীম ও শর্তহীন। "ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন, যাতে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কার-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন" *(যোহন ৩:১৬)*। ঈশ্বর সবাইকে, প্রত্যেক নারী-পুরুষকে তাঁর কৃপার অংশীদার হওয়ার নিমন্ত্রণ জানান, যে কৃপা আমাদের রূপান্তর সাধন করে, দেয় মুক্তি। দরকার শুধু বিনামূল্যে প্রাপ্ত এই ঐশরিক দানের প্রতি "হ্যাঁ" বলা, একে গ্রহণ করা, এর দ্বারা নিজেকে রূপান্তরিত হতে দেওয়া, একে যেন "বিবাহের পোষাক" রূপেই ধারণ করা *(দ্রঃ মথি ২২:১২)*।

সকলের তরে প্রেরণকর্ম বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন সকলের অঙ্গীকার। মঙ্গলবাণীর সেবায় সিনডীয় ও প্রেরণধর্মী মণ্ডলী গড়ার লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়া দরকার। সিনডালিটি বস্তুত প্রেরণধর্মী আবার প্রেরণকর্মও সবসময় সিনডীয়। ফলে বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলী উভয় ক্ষেত্রেই নিবিড় মিশনারী সহযোগিতা-সহকারিতা আজ তাই আরো বেশি প্রয়োজন ও জরুরি। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা ও আমার পূর্বসুরীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৃথিবী জুড়ে সকল ধর্মপ্রদেশের কাছে আমি পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজের সুপারিশ করতে চাই। এই পন্টিফিক্যাল সোসাইটিগুলি তুলে ধরে কতগুলো প্রাথমিক উপায় যার মাধ্যমে কাথলিক ভাইবোনেরা একেবারে শৈশব থেকেই একটি সত্যিকার বিশ্বজনীন ও প্রেরণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আবদ্ধ। এছাড়া নানামুখী প্রেরণকার্যের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে তহবিল সংগ্রহের একটি কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের জন্যে পন্টিফিক্যাল সোসাইটিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও বটে" *(Ad Gentes, 38)*। এই কারণেই সকল গীর্জা থেকে সংগৃহিত বিশ্ব প্রেরণ দিবসের দানগুলি পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত হয় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-তহবিল (universal solidarity fund) গঠনের জন্য। পরবর্তীতে গোটা মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণকর্মের প্রয়োজনে সেই তহবিল থেকে পোপের নামে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থাটি প্রয়োজনীয় ফান্ড বিতরণ করে থাকে। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি যাতে আরো বেশি সিনডীয় ও আরো বেশি প্রেরণধর্মী মণ্ডলী হয়ে উঠার জন্য প্রভু আমাদের পরিচালনা ও সাহায্য করেন *(দ্রঃ বিশপগণের সিনডের সাধারণ মহাসভার সমাপনী খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত উপদেশ, ২৯ অক্টোবর ২০২৩)*।

পরিশেষে, আসুন মা মারীয়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি যিনি গালিলেয়ার কানা নগরের বিয়ের উৎসবে যিশুকে তাঁর প্রথম আশ্চর্যকাজটি সাধন করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন *(দ্রঃ যোহন ২:১-১২)*। নব দম্পতি এবং নিমন্ত্রিত সকল অতিথিদের কাছে প্রভু তুলে দিয়েছেন এক নূতন দ্রাক্ষারসের প্রাচুর্য যা সেই অন্তিম কালের বিবাহ ভোজের পূর্বাভাষ যা ঈশ্বর সকলের জন্য প্রস্তুত করছেন। আসুন, বর্তমার কালের খ্রিস্টবিশ্বাসী শিষ্য-শিষ্যাদের দ্বারা সুসমাচার প্রচারকার্যের জন্যে আমরা মারীয়ার মাতৃত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা যাচ্না করি। আমাদের মায়ের আনন্দ ও উদ্বেগের সাথে, কোমলতা ও স্নেহের শক্তিতে *(দ্রঃ মঙ্গলসমাচারের আনন্দ, ২৮৮)*, আসুন, আমরাও সকলের জন্য বয়ে নিয়ে যাই আমাদের পরিত্রাতা ও রাজার নিমন্ত্রণ। ধন্যা মারীয়া, বাণীপ্রচারের তারকা – আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন!

রোম, লাতেরানে অবস্থিত সাধু যোহনের মহামন্দির
২৫ জানুয়ারি ২০২৪, সাধু পলের মনপরিবর্তন মহাপর্ব দিবস।

+ ফ্রান্সিস

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং: ৩৭৫/১৯৮২
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য / সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনি পাড়া এই ঠিকানায় অত্র সমিতির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ পূর্বক সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

আগষ্টিন বিজয় গমেজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আইরিন ডিঃ ক্রুজ
সেক্রেটারী
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/০০০/২৪

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৪ উপলক্ষে
জাতীয় পরিচালকের বাণী

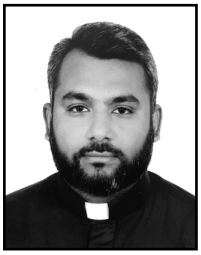

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশে অবস্থিত পি.এম.এস. জাতীয় কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সারা বিশ্ব জুড়ে কাথলিক মণ্ডলীতে অক্টোবর মাস পালিত হয় মিশনারী মাস হিসেবে। এই মাসটি একদিকে যেমন জপমালার মাস, তেমনি প্রেরণকর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি মাস। এই মিশনারী মাস অক্টোবরের শেষ রবিবারের আগের রবিবারটি উদযাপিত হয় বিশ্ব প্রেরণ দিবস। তারই সূত্র ধরে এ বছর আমরা ২০ অক্টোবরে সেই মহতী দিনটি উদযাপন করতে যাচ্ছি। যদিও দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা সবাই প্রেরণকর্মী যা কেবল নির্দিষ্ট মাস কিংবা দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তথাপি অক্টোবর মাসটি যেন পুণ্যপিতা পোপের সাথে মিলিত হয়ে বিশ্বের সকল কাথলিক ভাইবোনদের একযোগে একই সাথে মিশনারী কর্মকাণ্ডে ঝাপিয়ে পড়ার সময়।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস এবারের বিশ্ব প্রেরণ দিবসের মূলসূর রেখেছেন : 'যাও, ভোজসভায় সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও' *(দ্রঃ মথি ২২:৯)*। মূলসুরটি উদ্ভূত হয়েছে বিবাহ ভোজের উপমা কাহিনীটি থেকে যেখানে রাজা তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দেন : 'তোমরা এখন যাও, প্রতিটি রাস্তার মুখে গিয়ে সামনে যাদেরই দেখতে পাও, বিয়ের উৎসবে আসার জন্যে তাদেরই নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আন।" সেই রাজা হলেন স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি যিনি জগতের সবাইকে তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ জানান, প্রথমত, তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরই ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের মধ্য দিয়ে।

পুণ্যপিতা স্পষ্টভাবে বলেন যে প্রেরণকর্ম তথা বাণীপ্রচার হলো ঐশরাজ্যের ভোজসভায় অন্যদের নিমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ক্লান্তিহীন এক বহির্মূখী যাত্রা, নিজের পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে বাহিরে অন্যদের কাছে গমন। 'সবাইকে' নিমন্ত্রণ জানানোর অর্থই হচ্ছে যারা আমাদের মতো নয়, যাদের সাথে আমাদের রয়েছে অবস্থা ও মতাদর্শের পার্থক্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণের তফাৎ, তাদেরকেও নিমন্ত্রণ জানানো, কাছে টানা, তাদের সাথেও এক হওয়া। পোপের কথায় : "'প্রেরণকর্মের প্রাণকেন্দ্র হলো "সকলে", সেখানে কেউই বাদ পড়বে না। ... বর্তমানে বিভেদ ও সংঘাতের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার হলো এক মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বরটি সকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানায় যেন তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, যেন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে যে তারা পরস্পর ভাই ও বোন, আর এভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের কারণে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে উঠে। "আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর তো এই চান যে, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে, সকলেই যেন সত্যকে চিনে নিতে পারে" *(১ তিম ২:৪)*। তাই আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে, আমাদের প্রেরণধর্মী কার্যকলাপে আমরা আহূত সকলের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে: "নূতন নূতন বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত এমন জাতি হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া যারা চায় তাদের আনন্দ সহভাগ করে নিতে, যারা সুন্দরের দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং যারা অন্যদেরকে তাদের সাথে সুস্বাদু ভোজে বসার আমন্ত্রণ জানায়।'"

পুণ্যপিতা আমাদের আহ্বান জানান : "আমরা যেন ভুলে না যাই, সকল পরিস্থিতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত আপন জীবনে মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আহূত হয়েছেন বিশ্বজনীন সেই প্রেরণকর্মে অংশ নিতে যাতে ক'রে গোটা মণ্ডলী তাঁর প্রভু ও গুরু সাথে বর্তমান জগতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে। "মণ্ডলীতে আজকের দৃশ্যপট হলো এই : যিশু দরজায় আঘাত করে চলেছেন, তবে বাহির থেকে নয়, ভেতর থেকে, যাতে করে আমরা তাঁকে বাহিরে যেতে দেই! প্রায়শ আমরা যেন এক 'কারাবন্দী' মণ্ডলীতে পরিণত হই, যে মণ্ডলী প্রভুকে বাহির হতে দেয় না, তাঁকে 'একান্ত নিজস্ব' ভেবে নিজ পরিমণ্ডলে আটকে রাখে। অথচ প্রভু এসেছিলেন প্রেরণকর্মের জন্যেই এবং তিনি চান আমরাও যেন প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি।" যেমনটি খ্রিস্টধর্মের ঊষালগ্নে ঘটেছিল, তেমনি দীক্ষাস্নান-প্রাপ্ত আমরা সবাই যেন কোমড় বেঁধে প্রস্তুত হই, প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-অবস্থার আলোকে আবার নতুন ক'রে যাত্রা করতে, এক নতুন প্রেরণকর্মমুখী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটাতে!"

পরিশেষে পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ (পি.এম.এস.)-এর কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আমি সকল ধর্মপ্রদেশের বিশপ, পালপুরোহিত, কাটেখিস্ট ও এনিমেটরদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি পি.এম.এস.-এ জড়িত ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালকবৃন্দ ও সদস্যদের কথা – যাঁরা আঞ্চলিক ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে প্রেরণকর্ম ও বাণীপ্রচারের চেতনা দান করে চলেছেন তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টভক্তকে যাঁরা প্রার্থনা, জীবন-সাক্ষ্য ও বৈষয়িক দানকর্মের মাধ্যমে বাণীপ্রচার ও প্রেরণকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বিগত বছর বিশ্ব প্রেরণ দিবসে আপনাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য – যার পরিমাণ ছিল সর্বমোট ৫,১১,৭১৫ টাকা (পাঁচ লক্ষ এগার হাজার সাতশত পনের)। ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক দানের পরিমাণ ছিল ঢাকা-২,৫৭,৬৬৭; চট্টগ্রাম-২৯,৩৪০; দিনাজপুর-৩০,০০০; খুলনা-৩৭,৬২৩; ময়মনসিংহ-৪৭,২৭০; রাজশাহী-৭৩,৩৮৫; সিলেট-১২,০০০ এবং বরিশাল- ২৪,৪৩০ টাকা।

আসুন, প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে আমরাও পোপ মহোদয়ের বিশ্বাস বিস্তারের কাজে শরীক হই, প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে তাঁর প্রেরণকর্মের সহযোগী হই। আমরাও একেকজন মিশনারী বা প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি আমাদের প্রার্থনা দিয়ে, আমাদের জীবন দিয়ে খ্রিস্ট-বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে, আমাদের বৈষয়িক দানকর্মের মধ্য দিয়ে। এবারের মিশনারী মাস ও প্রেরণ দিবস উদযাপন আমাদের মধ্যে সেই চেতনা সুদৃঢ় করুক।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

জাতীয় পরিচালক

পি.এম.এস. বাংলাদেশ।

স্বনির্ভর স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে আমাদের মিশন

ফাদার এনবার্ট কোমল খান

বাংলাদেশ মণ্ডলীকে এখনো 'মিশনারি মণ্ডলী' তকমা দেওয়া হয়। এই তকমা ৫০০ বছরের গর্বিত ইতিহাসের অহংকারকে কিছুটা বিদ্রূপ করে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতর আঙ্গিনায় বিবেচনা-বিশ্লেষণ করলে ঠিক-বেঠিক হয়ত বিতর্কিতভাবে বেরিয়ে আসবে। কারণ এই ছোট্ট একটি মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার নড়বড়ে অবস্থা বিতর্ককে উসকে দেবে। তবে আমি উভয় পক্ষেই আছি: তথাকথিত মিশনারি মণ্ডলী বলতে যেমন আমার আপত্তি আছে, তেমনিভাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী মিশনারি নয় - সে কথা জোর দিয়ে বলতেও সংশয় আছে। আসলে খ্রিস্ট-মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হল: মণ্ডলী মিশনারি। মিশন হল একটি প্রেরণ-দায়িত্ব, একটি বিশেষ কাজ, ও একটি আহ্বান। খ্রিস্টেতে দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টের অনুসারী প্রত্যেকজন ভক্তই খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার জগতের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক একজন মিশনারি *(মার্ক ১৬:১৫-২৫)*। সে মিশনারি প্রথমত তার নিজের প্রতি তথা নিজের মুক্তির যাত্রাকে সুসংহত করাতে এবং দ্বিতীয়ত তার সুসংহত খ্রিস্টীয় জীবন-সাক্ষ্য দেখে তার আশপাশের জগত ঐশ মুক্তির স্বাদ পাবে। অর্থাৎ প্রথমত খ্রিস্ট-বিশ্বাসীগণ নিজেরা নিজেদের কাছে মিশনারি হিসাবে প্রেরিত এবং দ্বিতীয়ত নিজেদের স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রেরিত। অন্য কথায় বললে – করুণাময় ঈশ্বরের করুণা হতে প্রাপ্ত মুক্তির স্বাদ নেওয়ার জন্য আমরা একটি মণ্ডলী হিসাবে সবাই মিশনারি।

এই ভূমিকা মাথায় রেখে স্থানীয় মণ্ডলী বিষয়ক দু'টি কথা সহভাগিতা করার প্রয়াস করছি :

"কোন এক নির্দিষ্ট মানবসমাজে মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের কাজ এমন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যখন বিশ্বাসীদের জনসমষ্টি একটা স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে; এই বিশ্বাসী জনসমষ্টি তো ইতিমধ্যেই জনগণের সমাজ-জীবনে শিকড় গেড়েছে ও এর সংস্কৃতির সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে; অপ্রতুল হলেও যখন তাদের নিজেদের পুরোহিতবর্গ থাকে, আর থাকে নিজেদের সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনসাধারণ আর ঐ সব সেবাকর্ম ও প্রতিষ্ঠানাদি যা নিজেদের বিশপের পরিচালনাধীনে ঐশ জনগণের জীবন পরিচালনা ও বিস্তারের জন্যে প্রয়োজন, তখন মণ্ডলীর এই গোড়াপত্তনের কাজ একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছে।" (মণ্ডলীর প্রেরণকার্য ১৯)

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলের এই অনুচ্ছেদে খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে একটি স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা-লাভ-প্রক্রিয়া একটি পরিপক্ক স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রাপ্তবয়স্ক উপায়ে তার প্রেরণকর্ম পরিচালনা করতে হবে। এই মানদণ্ডে আমাদের বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী কি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে? নাকি এখনো অসহায় শিশুর মত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত নির্ধারিত বিষয়টি একটু ভেঙ্গে আলোচনা করলেই অনুধাবন করতে পারব।

স্বনির্ভর: এটি একটি আত্মবিশ্বাসী শব্দ; শুনতে বেশ ভাল লাগে। অন্য কারও সাহায্য ব্যতিত নিজের উপর নির্ভর করার ক্ষমতা, নিজের জন্য কিছু করতে সক্ষম হওয়া যা জীবনের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়। কোন মণ্ডলীর স্বনির্ভর হয়ে ওঠা মানে হল সে তার মত একটি "নিজস্ব" সত্তা হয়ে উঠবে। একটি স্বনির্ভর মণ্ডলী হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত মণ্ডলী যেখানে বিশ্বাস, আশা ও ভক্তির যাত্রায় খ্রিস্টেতে দীক্ষিত সবাই পিতার ঘরের অভিমুখে এক সঙ্গে পথ চলে। সবাই সবকিছুতে স্বতঃস্ফূর্ত; কোথাও কোন বাধা নেই, বন্ধন নেই, আর নেই পরনির্ভরতা। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে ভূমিকা পালনে দক্ষ বলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মণ্ডলীর কাজে এগিয়ে আসে ।

স্থানীয় মণ্ডলী: স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে স্থানীয় মণ্ডলী হল বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায়/সমাবেশ যা পবিত্র আত্মায় পুনঃজন্মগ্রহণকারী মানুষদের দ্বারা গঠিত; যারা প্রভু যিশুর নামে নিয়মিতভাবে মিলিত হয় এবং প্রত্যহ বেঁচে থাকার জন্য ঐশবাণীর শিক্ষা অনুসরণ করে ও পবিত্র জীবন আচরণের মাধ্যমে তাদের স্বর্গীয় নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে। যখন কোন মণ্ডলী স্থানীয় খ্রিস্টান ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করতে পারে, তখনই তা স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে ওঠে। একটি সিনোডাল মণ্ডলী তাই একটি স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণরূপে নিহিত।

গঠন: এখানে 'গঠন' বলতে পালকীয় গঠনকেই বোঝানো হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিপক্কতা ও বেড়ে ওঠাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। খ্রিস্টের শিক্ষার আলোকে জীবন-গঠন-এর কথা বলা হচ্ছে। খ্রিস্ট-আদর্শে গঠিত একটি ধর্ম-সমাজে সবকিছু ধর্ম মোতাবেক পরিচালিত হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধ ঐশ জনগণকে জীবনের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় সৎ, নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। যথাযথ ধর্মীয় গঠন ব্যতিত তাই অন্য কোন প্রতিষ্ঠা-লাভ (অর্থনৈতিক কিংবা নৈতিক গঠন যাই বলি না কেন) সম্ভব নয়। সুতরাং মণ্ডলীর প্রধান কাজ মানুষের জীবনে সবার আগে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের মিশন : একেক জনের দায়িত্ব পালন মাণ্ডলিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত হয়; সামগ্রিকভাবে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধিত্বে গড়া বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপগণের সমাবেশ ও যাজকগণের ভ্রাতৃত্বের শক্তির সাথে ঐশ জনগণের একাত্মতা যা বাস্তব কর্মে তথা ধর্ম পালনে প্রকাশিত হয়।

মণ্ডলীতে কারো কারো ভূমিকা পালন দ্বারা প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্বের উত্থান স্থানীয় মণ্ডলীকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করে। তথাপি, যেহেতু সংজ্ঞানুসারে "আমাদের" বলতে মণ্ডলীতে কোনমতেই গুটিকয়েক মানুষের সমাবেশ বুঝায় না, সেহেতু বিশেষ কিছু মানুষের ভূমিকা পালন দ্বারা মণ্ডলীতে সঠিক ভূমিকা পালিত হয় না বা মণ্ডলী ঠিক মণ্ডলী হয়ে ওঠে না; মণ্ডলী 'আমাদের' হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে গভীর দায়িত্ববোধের প্রশ্নটি অবধারিতভাবেই চলে আসে। নিজ নিজ পর্যায়ে সবার দায়িত্ব মহান ও গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় মণ্ডলীর জীবনে প্রধান বিষয় হল ঐশ জনগণ, যারা মণ্ডলীর কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। মণ্ডলীর পরিচালকবৃন্দ তথা বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণের জীবন আবর্তিত হয় ভক্ত-জনগণকে ঘিরে। তাই ভক্তদের জীবনে বিশ্বাসের মান ঠিক কেমন তার উপর নির্ভর করে মণ্ডলীর স্থানীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা।

হ্যাঁ, সবকিছুর কেন্দ্র হল ঈশ্বরের জনগণ। মণ্ডলীর সকল পালকীয় সেবা ও পরিচর্যা তথা সংস্কারসমূহ প্রদান, ঐশবাণী ঘোষণা, ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদনকল্পে যাজক বা পালক সমাজের আবশ্যকতা বিশ্বাসী ভক্তজনগণের প্রয়োজনের দাবি দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং ধর্মপল্লী পর্যায়ে পালকীয় কাজ এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে বিশ্বাসী জনগণ মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে এই

সচেতনতাকে পরিপক্ক করার জন্য এমনভাবে সাহায্য করা যেন আমরা সবাই সক্রিয়ভাবে একসঙ্গে "ঈশ্বরের জনগণ বা মানুষ" হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর অবস্থার পর্যালোচনা: সবার আগে বিশেষ দ্রষ্টব্যে বলতে চাই এই আলোচনায় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার তথাকথিত কথাগুলো তুলে ধরতে প্রয়াস করা হয়নি। অর্থ-সম্পদের অভাব ও প্রয়োজন স্বাভাবিক, অনাদিকাল থেকে মানুষের বস্তুগত চাহিদার অংশ যার বাস্তবতা চির-বর্তমান। যেহেতু ধর্মের কাজ প্রধানত ধর্ম নিয়ে, সেহেতু স্থানীয় মণ্ডলী তথা স্থানীয় ধর্ম হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের জন্য বিশ্বাসে বেড়ে ওঠা যে বেশি প্রয়োজন তার উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। তাছাড়া এই লেখায় মণ্ডলীর পরিচালক তথা বিশপগণের স্থানীয় মণ্ডলী ভাবনা ও পরিচালনা দক্ষতার বিষয়ে লেখার ধৃষ্টতা দেখানো হয়নি।

যাইহোক, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা উদাহরণ টেনে বলা যায় যে, একজন ভালো বা গুণী খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রশিক্ষণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে হবে, একজন ভালো সঙ্গীতশিল্পীকে অবশ্যই গানগুলো ভালোভাবে জানতে হবে এবং রিহার্সাল ও অধ্যয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। প্রতিটি ভাল সদস্যকে অবশ্যই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাদের সমিতি বা ক্লাব বা গোষ্ঠীকে সমর্থন করার জন্য সামগ্রিকভাবে সক্রিয় হতে হবে। আসলে দায়িত্ব-পালন-ই সদস্য হিসাবে কারো ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে, অন্যথায় সংঘে বা মণ্ডলীতে ভূমিকাহীন নিষ্ক্রিয় জীবন প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে অস্তিত্বহীন করে তোলে। একজন ভাল বা গুণী খ্রিস্টভক্ত তার ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন দ্বারা স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রকৃত ভক্তের রূপ প্রকাশ করে।

দায়িত্ব এবং স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি একে অপরের পরিপূরক: একটি ছাড়া অন্যটি থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যেখানেই জনগণের একটি সংজ্ঞায়িত গোষ্ঠী আছে, সেখানে দায়িত্বগুলি স্বভাবতই উদ্ভূত হয় কারণ একটি গোষ্ঠী বা মণ্ডলী গঠিত হলে অবধারিতভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

একজন মণ্ডলীর সদস্যের দায়িত্ব কি? সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল ধর্ম পালন তথা সংস্কারীয় ও প্রেমপূর্ণ সেবাকাজের জীবন যাপন করা। এমন বিশ্বাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারলেই স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে উঠবে। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী কি খ্রিস্ট বিশ্বাসের জীবন অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে? প্রশ্নটি সবার জন্য উন্মুক্ত। এই আলোচনায় যাচ্ছি না।

স্থানীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল যোগ্য যাজক তৈরি করা। আমাদের বর্তমান অবস্থান বলছে যে, যাজক তৈরির কাজটি বাংলাদেশ মণ্ডলী ভালমতোই করেছে। সেই হিসাবে স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে আমরা একটু এগিয়েছি সত্য, তবে যোগ্যতার বিচারে কি কোন 'কিন্তু' আছে? প্রশ্ন আসতে পারে যোগ্যতার মানদণ্ড কি? নিঃস্বার্থভাবে, একাগ্রচিত্তে ও পরম আন্তরিকতায় পালকীয় সেবা প্রদান করতে সদা প্রস্তুত থাকা: যথা - সাক্রামেন্ত প্রদানে (বিশেষভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের ক্ষেত্রে) সর্বদা সচেষ্ট থাকা। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার গাফিলতি বা অজুহাতের স্থান নাই; পালকীয় ক্ষেত্র নিয়ে কটুবাক্য উচ্চারণ বা পূর্বের তথাকথিত ধারনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ওখানকার ভক্ত জনগণকে নিজের মানুষ বলে ভালোবাসা; জনগণের বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করতে নিজে বিশ্বাসের উদাহরণ হয়ে ওঠা: কথায়, কাজে ও চিন্তায় ভক্ত জনগণকে সর্বদা ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করা ইত্যাদি। এখন তাহলে বিচার করুন।

স্থানীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা পালনের নিমিত্তে এ প্রশ্নটির মূল্যায়নও অবধারিত। দায়িত্ব পালন আগে নাকি অধিকার আগে, যাচ্না নাকি প্রদান? কিন্তু এই দায়িত্ব, অধিকার, যাচনা ও প্রদান বিষয়ক প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? তা আসে আমি কেমন খ্রিস্টভক্ত, কেমন ধর্ম পালনকারী ও কেমন মাণ্ডলীক মানুষ ঠিক সেখান থেকে, যেমন বিষয়টি যেন এই রকম : আমি আমার মণ্ডলীকে ভালোবাসি কারণ আমি আমার দায়িত্ব গ্রহণ করি; আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি কারণ আমি আমার মণ্ডলীকে ভালোবাসি। ধর্মকে ভালোবাসলে ধর্মের সব বিধিমালা ও সংস্কারীয় রীতি-ব্যবস্থা ভক্ত গ্রহণ ও ধারণ করে। প্রভু যিশুখ্রিস্ট বলেন, যে তাঁকে ভালোবাসে সে তাঁর আদেশ পালন করে *(যোহন ১৪:২১)*। আমাদের মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তগণ ধর্মীয় অভ্যাস গড়ে তুলেছে বলে বিশ্বাস করতে চাই। আর এই বিশ্বাসের গুণেই স্বনির্ভর স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে আমরা ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। লক্ষ্য হয়ত সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি, কিন্তু একদিন ঠিক-ই অর্জিত হবে বলে আশা করছি। ৯

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকের মাস। মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা নিয়ে কিংবা মৃত প্রিয়জনদের নিয়ে আপনার সুচিন্তিত লেখাটি আজই পাঠিয়ে দিন।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। বড়দিন সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। তাই দেরী না করে অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন আপনার মূল্যবান লেখাটি।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ভুল সংশোধন

বিগত ১১-১৭ আগষ্ট, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা-২৮ এর "এসো মুক্ত রাখি বঙ্গ, রক্ষা করি বাংলা" শিরোনামে প্রকাশিত লেখায় লেখকের নামের (ছদ্মনাম: সংগ্রামী মানব) বানান এবং তথ্যগত ভুল (ইয়াহিয়া খানের স্থানে হবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ) ছাপা হয়েছে। এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
স্থাপিত: ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, রেজি নং- ৮৩/২০০৭, সংশোধিত রেজি নং-০৩/২১
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: কালীগঞ্জ-১৭২০
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৮৩২৭৬৭০২৪, ০১৭৩১৩৯৪৯২১

DARIPARA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd: 2004, Reg No. 83/2007, Amended Reg No. 03/2021
Vill: Daripara, P. O. Kaligonj-1720
Upazila: Kaligonj, Dist: Gazipur, Bangladesh
Mob: 01832767024, 01731394921
E-mail:dcccul@yahoo.com

সূত্র: এজিএম ০১(২)২৪ — তারিখ: ০২/১০/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ৯:০১ মিনিট

স্থান: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া।

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯: ০১ মিনিটে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে–

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

সোহেল থিউটনিয়াস পালমা
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বিজ্ঞ/২৪৫/২৪

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/412 Date: 06 October, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an experienced and self-motivated Additional Chief Executive Officer (ADCEO).

Position: Additional Chief Executive Officer (ADCEO)

Key Job Responsibilities:

- Oversee day-to-day operations across the organization by providing effective leadership, supervision and a safe working environment for all employees and ensure the overall organizational excellence.
- Lead the development of long-term organizational strategy, using fact-based analysis to identify growth and opportunities to shape the future of the company. This includes designing and delivering projects as required by the management.
- Ensure that all policies, processes, protocols, internal controls and compliance for operations are well documented and in place in accordance with all relevant regulatory and government standards/practices.
- Collaborate with senior professionals and their teams across the organization to set priorities, goals and implement the strategic initiatives, prioritizing resources required in collaboration with Finance team.
- Identify new processes to ensure relevant policies and systems are implemented and lead cross-functional efforts to prepare the analysis required to evaluate business and market opportunities to create viable financial plans.
- Manage and maintain the property assets, including facilities of the organization and ensure compliance with all Health and safety regulations as directed by the credit union.
- Report to the CEO in a timely manner on operational budgets and any trends or deviations in the level of services or any other matters of concern.
- Ensure that financial targets are properly achieved according to the targets and report to the CEO regularly in this regard.
- Conducting research and analyses of operational effectiveness, processes, stakeholders, etc.
- Promote a culture that reflects the Credit Union's values and encourages good performance.
- Serve as a credible and compelling spokesperson for the organization.

Educational Requirements:

- Masters/MBA preferably in any discipline of business.
- Candidates having professional certifications such as PGD/PMP/PMC will get preferences

Experience Requirements:

- Minimum 15 years of total experience in any reputed financial institution/Multifunctional organization.
- Minimum 08 years of experience in leadership role in any reputed multifunctional financial organization.

Additional Requirements:

- Age will be relaxed for experienced candidates.
- Self-motivated & confident for taking independent initiatives to achieve organizational goals.
- Should be able to lead and guide a large team of professionals.
- Strong analytical and financial reporting expertise
- Strong knowledge of Human Resources management and best practice.
- Ability to assess, critically evaluate and interpret complex information and to identify key operational & HR risk drivers.
- Expert in oral/written communication with necessary interpersonal skills including information technology literacy.
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively
- Strong leadership abilities and the capability to motivate a team
- Flexibility with an emphasis on delivery and growth with a proven track record of achieving business results.

Salary: As per organization policy
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: As per organization policy
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by 26 October, 2024. ---------- Michael John Gomes Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka	Acting Chief Executive Officer **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/১৪৪/২৪-ক

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/411 Date: 06 October, 2024

JOB OPPORTUNITY

The christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic, self-motivated and visionary Manager for admin & Human Resource Development Department.

Position: Manager, Admin & HRD
Duty Station: Head Office with frequent visit to Service Centers, Projects and Site Offices

Key Job Responsibilities:
- Supervise all day-to-day activities of Admin & HR operations.
- Develop, Update and implement HR Policy, Strategies and initiatives aligned with the overall organizational strategy.
- Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues.
- Manpower Forecasting, Planning and managing overall Human Resource Requirement.
- Manage the recruitment and selection process of whole organization and Projects.
- Support current and future growth of the organization through development, engagement, motivation and preservation of human capital.
- Nurture a positive working environment and promote cultural engagement.
- Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance.
- KPI Setting and Implementation.
- Maintain pay plan and benefits program.
- Assess training needs to implement and monitor training programs.
- Report to management and provide decision support through HR metrics.

Educational Requirements
- MBA/Masters preferably in Human Resource Management from any reputed university.
- PGD in HRM is a must.

Experience Requirements
- Minimum 15 years of experience in ensuring HR Process and Practices in reputed organization.
- Minimum 08 years' experience in supervisory role.
- Must have experience in managing minimum 400 employee-based organization.
- The applicants should have experience in the following area(s):
  KPI setting & implementation, HR process automation, Compliance

Additional Requirements
- Age in between 40-50 years.
- Both Male and Female professionals are encouraged to apply.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, Bangla typing (Bijoy 52).
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with management & employees.
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule.
- Smart and Hardworking.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by 26 October, 2024. --- Michael John Gomes Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka	Acting Chief Executive Officer **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/
The position applied for should be written on top right corner.	

বিজ্ঞ/২৪৪/২৪-খ

সিনড দ্বিতীয় অধিবেশন: মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে ওঠার আহ্বান

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

'সিনড অন সিনোডালিটি'র উপর বিশপদের সিনডের দ্বিতীয় অধিবেশন এই অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিনডের এই দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য যে "Instrumentum laboris" (Working Instrument) প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মূল ফোকাস হিসাবে রাখা হয়েছে- 'কীভাবে আমরা মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারি'। ঈশ্বর পবিত্র আত্মার পরিচালনায় তাঁর মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালাতে চান, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। আমাদের এই সিনোডাল যাত্রা এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যখন এই পৃথিবীতে নতুন নতুন যুদ্ধ বাধার কারণে যে রক্ত ঝরছে তা মানুষের এই দুঃখ-কষ্ট-কান্না আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বাস্তবতায় প্রভু যিশুর মুক্তিদায়ী কাজ আমাদের এগিয়ে নেয়ার কাজে একসঙ্গে চলতে হবে।

আরো গভীরে বোঝার আহ্বান

সিনড ২০২১-২০২৪ এর কেন্দ্রে রয়েছে যে মূলভাব তা হচ্ছে-'সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ'। এটা ঈশ্বরের জনগণের জন্য তাঁর প্রেরণসেবাকর্মে অংশগ্রহণের যে অঙ্গীকার তার নবায়ন করার একটি আহ্বান। আর এই আহ্বানের ভিত্তি হলো, আমরা একই পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে দীক্ষা গ্রহণ করে যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি এবং কোন ভেদাভেদ ও ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল দেশ, কাল, সংস্কৃতি'র বৈচিত্রের মধ্যে থেকেই আমরা তাঁর বাণী প্রচার ও সাক্ষ্য বহনে আহূত। কারণ ঈশ্বরের সকল জনমণ্ডলীই তাঁর মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার এজেন্ট বা প্রতিনিধি। আমরা যেহেতু প্রেরণ সেবাকর্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, তাই প্রত্যেক দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিই তাঁর প্রেরণকর্মের প্রধান চরিত্র বা প্রধান যোদ্ধা হওয়ার জন্য আহূত।

'সিনোডাল' ও 'সিনোডালিটি' এই পরিভাষা দু'টি এসেছে সিনড সম্মেলনের প্রাচীন ও চলমান মাণ্ডলীক চর্চা থেকে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিকতর বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এবং ঐ শব্দ দু'টি সম্পর্কে সাধারণ বোধগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা যায়। এটা ক্রমবর্ধমানভাবে ঈশ্বরের বাসস্থান ও পরিবার হয়ে ওঠার মণ্ডলীর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং একটি মণ্ডলী যা তার জনগণের খুব কাছে বাস করে এবং কম আমলাতান্ত্রিক, তবে বেশী করে সম্পর্ককেন্দ্রীক। বৃহত্তর অর্থে সিনোডালিটি বলতে বুঝতে হবে যে, সকল খ্রিস্টভক্তগণ সমগ্র মানবজাতিকে সাথে নিয়ে খ্রিস্টের সাথে একসঙ্গে ঐশরাজ্যের দিকে হাঁটছে। অতএব, সিনোডালিটি-কে এক বিশেষ ভঙ্গি বা রীতি হিসাবে আখ্যা দেয়া যায়, যা মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকার্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত গুণরূপে প্রকাশ করে বা আরোপ করে; এবং এই ভঙ্গি বা রীতিতে মণ্ডলীর প্রথম কাজ হিসাবে 'শ্রবণ' থেকে শুরু করে। এই শ্রবণ মানে ঈশ্বরের বাক্য শোনা, পবিত্রাত্মাকে শোনা, একে অপরকে শোনা, মণ্ডলীর জীবন্ত ঐতিহ্যগুলোকে শোনা ইত্যাদি। তবে মণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্মে 'সিনোডালিটি' প্রকাশ হওয়া উচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের বাণী শোনা ও যিশুর ভোজ বা ইউখারিষ্ট উদ্‌যাপন করা; মিলন-ভ্রাতৃত্ব ও সহ-দায়িত্ব এবং সমগ্র ঈশ্বরের জনগণের জীবন ও প্রেরণকার্যে অংশগ্রহণ। এটা তখন মাণ্ডলীক কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলোকে নির্দেশ করে যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সিনোডাল মণ্ডলীর প্রকৃতি বা রূপ প্রকাশ করে।

বর্তমানে আমরা সিনোডালিটি অনুশীলনের মাধ্যমে প্রেরণসেবাকার্যে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার নবায়ন করছি, যা প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির একটি প্রকাশ। প্রেরণকর্মী শিষ্য হিসাবে বৃদ্ধিলাভ করার মানে হচ্ছে মঙ্গলবাণী ঘোষণায় যিশুকে অনুসরণ করার আহ্বান এবং এটা পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নাত হওয়ার যে দান আমরা পেয়েছি তার প্রতি কার্যকর সাড়াদান হিসাবে বিবেচিত। এই সাড়াদান খ্রিস্টের নামে দীক্ষাপ্রাপ্ত সকলকে করতে হবে। কারণ মুক্তিলাভ একা একা কখনো সম্ভব নয়, বরং সমবেতভাবে আমরা ধীরে ধীরে সচেতন হই যে, সিনোডালিটি শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য নয়, কিন্তু সকল বিশ্বাসীবর্গের একটি যাত্রা যা একসঙ্গে সকলে মিলে হাতে হাত রেখে সম্পাদন করতে হবে। সাধু আগষ্টিন যেমন বলেন-খ্রিস্টানদের জীবন, সংহতির এক তীর্থযাত্রা, যা ঈশ্বরের দিকে একসঙ্গে যাত্রার শুধুমাত্র একটি পদক্ষেপ নয়, বরং তা হচ্ছে ভালোবাসার সাথে প্রার্থনার জীবন ও মঙ্গলবাণীর সহভাগিতা এবং প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার সহভাগিতা পূর্ণ করা।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সকল মানুষ খ্রিস্টের সাথে মিলনের জন্য আহূত যিনি পৃথিবীর আলো, যার কাছ থেকে আমরা এসেছি, যার মাধ্যমে আমরা বেঁচে আছি, এবং যার দিকে আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করি। সিনোডাল যাত্রার কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক প্রতিজ্ঞা বা ইচ্ছা যা মণ্ডলীর জীবন্ত ঐতিহ্যের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুর উপস্থিতিকে স্বীকার করার মাধ্যমে প্রভুর সকল অঙ্গীকার ও আমন্ত্রণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। মণ্ডলীর এই ভিশন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানুষের এক তীর্থযাত্রা যা প্রেরণকার্যের সিনোডাল রূপান্তর খোঁজে এবং আনন্দ ও আশার পথে আমাদেরকে পরিচালিত করে। এটা এমন একটা ভিশন যা এ বিশ্বের সমস্যাবলীর সাথে বিপরীতধর্মী এবং এই অন্যায়, অন্যায্যতা ও ক্ষতগুলো খ্রিস্টের শিষ্যদের হৃদয়ে গভীরভাবে অনুরণ সৃষ্টি করে। এই সকল বাস্তবতা আমাদেরকে সকল সহিংসতা ও অন্যায় অবিচারের শিকার যারা তাদের জন্য প্রার্থনা করতে প্রণোদিত করে এবং যারা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করার তাগিদ দেয়।

একটু ফিরে দেখা

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর সিনোডাল প্রক্রিয়ার যাত্রা শুরু করার পর বিশ্বব্যাপী স্থানীয় মণ্ডলীসমূহ বিভিন্ন নিয়মে নানাবিধ বৈচিত্রময় পন্থায় প্রাথমিক শ্রবণ পর্যায় শুরু করেছিল। মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হওয়া মানে এক ঈশ্বরের জনগণের অংশ হওয়া অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের তৈরী হওয়া সমাজের জনগণ। এইসব স্থানীয় সমাজ থেকেই সিনোডাল শ্রবণকাজ শুরু হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে ধর্মপ্রদেশ, জাতীয় ও মহাদেশ পর্যায়ে এই কথোপকথন চলেছিল। আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ছিল প্রথম পর্যায়ের একটি নতুন কাজ। এটির মাধ্যমে স্থানীয় মণ্ডলীগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং একে অন্যের কথা শোনার, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং স্থানীয় ঐতিহ্য ও প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায় এই সিনোডাল যাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে।

সিনডের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠান দ্বিতীয় অধিবেশনের পথটি খুলে দিয়েছিল যখন শ্রবণের ফলাফলকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় এবং পবিত্রাত্মা যা করতে বলেন তা করতে পদক্ষেপ গ্রহণে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমান পর্যায়ের কাজগুলো দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হওয়া অবধি চলবে। বলা বাহুল্য প্রথম অধিবেশনের ফলাফল যা সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই সিনডের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো

চলছে। এ পর্যায়ে স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর নিকট হতে আরো পরামর্শ নেয়া হয়েছে যে, কীভাবে আমরা মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারি। এর উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান বিশ্বে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও মণ্ডলী কী কী উপায় এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে তা চিহ্নিত করা। স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতে এ সম্পর্কিত আলোচনায় যে সিনোডাল প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে তাতে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরী হয়েছে। অনেক ধর্মপ্রদেশ ও বিশপ সম্মিলনীগুলো তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, বিদ্যমান কাঠামোতেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আলোচনা-পরামর্শগুলো অনেক ফলপ্রসু হয়েছে। এই সিনোডাল যাত্রার মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সচেতনতা এসেছে বলে রিপোর্টগুলোতে স্বীকার করা হয়েছে।

সিনডের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সিনোডালিটি' বোঝার ক্ষেত্রে আরো গভীরতা পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে; বিশেষ করে সিনোডাল মণ্ডলীর জীবনধারা চর্চা করার বিষয় আরো ভালভাবে ফোকাসে আসবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাবও আসতে পারে। তবে সব প্রশ্নের উত্তর আগেই আমরা পাব, তা আশা করতে পারি না। অনেক কিছুই চলার পথেই অবশ্যম্ভাবীরূপে অনেক প্রস্তাব হয়তো আসবে, সেগুলো আলোচনা করে উপলব্ধিতে এনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মোট কথা আমরা এখনো শিখছি কীভাবে মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হওয়া যায়, তবে একাজ করার জন্য এতদিনে আমরা যা অভিজ্ঞতা করেছি ও শিখেছি তাতে আমরা আনন্দের সাথেই কাজগুলো করতে পারব বলে আশা করা যায়।

মণ্ডলী ও ঈশ্বরের জনগণ

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নান ঈশ্বরের জনগণকে একটি রহস্যাবৃত, গতিময় ও মিলন-ঐক্যের পরিচিতি এনে দেয়। এটা জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় যা প্রভু যিশু আমাদেরকে দিতে চান এবং মুক্তির উপহার গ্রহণের জন্য আমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানান। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে যিশু তাঁর পোষাক আমাদের পরিধান করান এবং তাঁর পরিচয় ও প্রেরণকার্য আমাদের সাথে সহভাগিতা করেন। ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে পবিত্রীকৃত করেন নাই, কিন্তু সমবেতভাবে তাঁর জনগণ হিসাবে করেছেন যারা তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, পবিত্রমত বলে সেবা করেন এবং পবিত্র ত্রিত্বের মিলন সহভাগিতা করেন। ঈশ্বর তাঁর জনগণের মাধ্যমে তাঁর মুক্তি কাজের প্রকাশ ঘটান যা তিনি যিশুখ্রিস্টেতে আমাদের দিয়েছেন। 'সিনোডালিটি' ঈশ্বরের জনগণের এই গতিময় ও শক্তিশালী দর্শনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত যেখানে পবিত্রতা ও প্রেরণকার্যের সর্বজনীন আহ্বান রয়েছে পিতার দিকে তীর্থযাত্রায় সামিল হতে। এই সিনোডাল ও মিশনারী জনগণ মুক্তির মঙ্গলবার্তা তাদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। পৃথিবীর সকল মানুষ তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মের বিভিন্নতায় বাস্তবরূপ পেয়ে একসঙ্গে হাঁটার মাধ্যমে পারস্পরিক কথোপকথন করে ও সহযাত্রী হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের জনগণ বলতে কী বোঝায়, এ ব্যাপারে সিনোডাল প্রক্রিয়া আমাদের মধ্যে এক গভীরতর সচেতনতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ঈশ্বরের জনগণ হচ্ছে একটি সম্প্রদায়গত বিষয় যা মুক্তির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতার পথে গমন করে। ঈশ্বরের জনগণ বলতে কখনোই দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমষ্টিকে বুঝায় না, বরং এটা হচ্ছে মণ্ডলীর 'আমরা' যারা একসঙ্গে যাত্রা ও প্রেরণকার্যের ঐতিহাসিক এবং সমবেতগোষ্ঠি নামে পরিচিত; যাতে ঈশ্বর প্রদত্ত মুক্তি সকলে পেতে পারে। বিশ্বাস ও দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে সংযুক্ত এই জনগণ কুমারী মারীয়া কর্তৃক অনুষঙ্গী যিনি ঈশ্বরের জনগণের তীর্থযাত্রার জন্য আশা ও স্বস্তির চিহ্ন।

খ্রিস্ট হলেন জাতিসমূহের আলো এবং এই আলো মণ্ডলীর মাধ্যমে দ্যুতি ছড়ায় যা সকল মানবজাতির ঐক্য ও ঈশ্বরের সাথে চূড়ান্ত মিলনের পথে খ্রিস্টেতে একটি সাক্রামেন্ত বা সহায়ক চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত। মণ্ডলী চাঁদের মত প্রতিফলিত আলো ছড়ায়; তাই সে নিজে থেকে তার মিশনারী ভূমিকা বুঝতে পারে না, কিন্তু ঐ মিলন ও সম্পর্কের বন্ধনে মানবজাতির সেবায় তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই দায়িত্ব পালনের এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে, একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে একতার অভাব রয়েছে, এবং প্রায়ই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখী হওয়ার একটা ধারণা তথা মুক্তিলাভ পোষণ করার ধারণা রয়েছে। মুক্তিলাভে সকল মানবজাতিকে একত্রিত করতে মণ্ডলী ঈশ্বরের পরিকল্পনা জেনে এই প্রেরণকার্যে আত্মনিয়োগ করবে। আর এটা করার ক্ষেত্রে মণ্ডলী নিজেকে নয়, কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিস্টকেই প্রচার করবে। কারণ পূর্ণতার পথে এই জগতে মণ্ডলীই হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের উপস্থিতির চিহ্ন।

এ যাত্রায় পথের সন্ধানে

১। সিনডের ১ম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রভুর মহাদানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নিজের সঠিক গঠনে সচেতন থাকা ও সে অনুসারে সাড়া দেয়া, যাতে যে গুণগুলি তারা পেয়েছে তা মানুষের সেবা করার উপযোগী করে তুলতে পারে। সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের এই কথাগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কেন গঠনদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গোটা সিনোডাল প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে। এমতাবস্থায় 'কীভাবে আমরা মিশনারী সিনোডাল মণ্ডলী হতে পারি?' প্রশ্নটির উত্তরে সকলের জন্য কার্যকর ও ফলপ্রসু গঠনের উপায়সমূহ অগ্রাধিকারমূলকভাবে চিহ্নিত করা দরকার। মিশনকার্যে সিনোডাল মণ্ডলীর ভিত্তি হলো শ্রবণ বা শোনার সক্ষমতার উপর এবং এই কাজ করার ক্ষেত্রে কেউই যে আত্মনির্ভরশীল নয়-এটা স্বীকার করা দরকার। প্রত্যেকেরই যেমন কিছু দেয়ার আছে তেমনি অন্যের কাছ থেকে অনেককিছু শেখারও আছে। তাই শ্রবণের গঠনদান হচ্ছে প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় কাজ। মিশনারী সিনোডালিটি'র দৃষ্টিতে এই গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়ার গঠন, অর্থাৎ মণ্ডলীতে নারী-পুরুষরা যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে সহযোগিতা ও সহ-দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে।

২। প্রেরণকার্যে মাণ্ডলীক উপলব্ধি খুবই দরকার। এক পবিত্র আত্মা যিনি বিভিন্ন রকমের ক্যারিজম দিয়ে থাকেন বিভিন্ন জনকে, তিনি জীবনের পূর্ণতা ও স্বর্গীয় সত্যের পথে মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন। পবিত্র আত্মার সার্বক্ষনিক উপস্থিতি ও কাজের ফলে প্রেরিতদের নিকট হতে আগত ঐতিহ্যসমূহ প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। মাণ্ডলীক উপলব্ধির প্রথম ধাপ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা। পবিত্র শাস্ত্রে মানবজাতির সাথে ঈশ্বরের যে যোগাযোগ তার সাক্ষ্য রয়েছে। ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে শাস্ত্রবাণী ধ্যান করার মাধ্যমে কথা বলেন, আর সমবেত জনগণের সাথে কথা বলেন উপাসনার মাধ্যমে। ঈশ্বর মণ্ডলীর মাধ্যমে কথা বলেন এর জীবন্ত ঐতিহ্য ও চর্চাসমূহের মাধ্যমে। সমবেত উপলব্ধি শুধুমাত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি নয়, কিন্তু এমন এক চাহিদাসম্পন্ন অভ্যাস যা মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকর্ম যা খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মার মধ্যে বসবাস করে। তাই প্রভু যিশুর নামে সমবেত হয়ে এবং পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনে এটা খুব সচেতনতার সাথে করতে হবে। কারণ যিশু নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, একমাত্র পবিত্র আত্মা-ই মণ্ডলীকে সত্য ও পূর্ণতার পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সিনোডাল পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সিনোডাল মণ্ডলীতে সমগ্র সমাজকে, যার সদস্যরা বৈচিত্রময় ও স্বাধীন, তারা একসঙ্গে প্রার্থনা, শোনা, আলোচনা, বিশ্লেষণ, উপলব্ধি এবং অন্যান্য পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয় যাতে যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পালকীয় সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া যায়। একটি কার্যকর সিনোডাল মণ্ডলী হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারার চেয়ে ভাল কোন পদ্ধতি আর হতে পারে না। সিনোডাল মণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশপ, বিশপদের কলেজ ও রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রধানের দায়িত্ব অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য

যেহেতু এটা প্রভুযিশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর হায়ারার্কিক্যাল কাঠামোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা শর্তহীন নয়। তবে বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে উপলব্ধিটা বেরিয়ে এসেছে তাকে উপেক্ষা করাও ঠিক নয়। সিনোডাল মাণ্ডলীক উপলব্ধিতার উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয় যে, মানুষের সব কথাই বিশপকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে, বরং এটা হলো পবিত্র আত্মার প্রতি বাধ্য থেকে একটি সহভাগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে সকলকে পরিচালিত করা। এটা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর উপর নির্ভর করে যে, স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় সিনোডাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করা।

৪। একটি সিনোডাল মণ্ডলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি ও চর্চা থাকা খুবই দরকার, যা একসঙ্গে যাত্রা ও সহ-দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনে আবশ্যক। নতুন নিয়মে আমরা আদি মণ্ডলীতে জবাবদিহিতা চর্চা করার প্রমাণ পাই, যার মণ্ডলীর ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল। এছাড়া খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ন্যস্তদায়িত্বের যে কাঠামো আমরা পাই তা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি সিনোডাল মণ্ডলীকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়, তবে এর কেন্দ্রে ও সকল পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

References:

1. "Instrumentum laboris" for the Second Session of the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (October 2024)

2. Towards October 2024: GENERAL SECRETARIAT OF THE SYNOD XVI ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SYNOD OF BISHOPS

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪
নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ,
পূণ-সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রীঃ।
গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখ: ২০ অক্টোবর,২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান: শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তন।

গোল্লা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে গোল্লা ধর্মপল্লীর শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যদের উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে -

ডানিয়েল রোজারিও
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

ভিক্টর গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বিজ্ঞ/২৫০/২৪

বিদেশে কী সত্যিই যেতে চান?

কোন ক্যাটাগরির ভিসা পেতে চান?

স্টুডেন্ট ভিসা: কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ, ইউকে, সেনজেন দেশসমূহ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াতে স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেস করছি।

ভিজিট ভিসা: কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ, ইউকে, জাপান ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি।

ওয়ার্ক পার্মিট ভিসা: নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড, হাংগেরী, ক্রোয়েশিয়াতে ওয়ার্ক পার্মিট ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

বর্তমানে ওপরের সব ক্যাটাগরিতেই দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। সীমিত সুযোগ। আজই যোগাযোগ করুন।

+88 01827-945246
+88 01911-052103

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01827-945246
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২৪৭/২৪

মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০২ জানুয়ারী ২০২৫ হতে মট্স-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৯) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ।

১। প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এস.এস.সি. পাশ **(খ) বয়স সীমা ঃ** ১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর
(গ) বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত **(ঘ) আর্থিক অবস্থা ঃ** অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক
(ঙ) অগ্রাধিকার ঃ আদিবাসী ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য

২। প্রশিক্ষণ বিষয় ঃ

(ক) অটোমোবাইল ঃ অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ।

(খ) মেকানিক্যাল ঃ লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরী, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ।

৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

(ক) ১ম ও ২য় বর্ষ ঃ কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
(খ) ৩য় বর্ষ ঃ মট্স এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

৪। বাছাই পদ্ধতি ঃ

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে। (খ) আসন সংখ্যা ঃ ৩০ জন।

৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী ঃ

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃংখলা মেনে চলতে হবে।
(গ) নিয়ম শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) মট্স এ থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ খরচের ৭০% মট্স ও ৩০% টাকা প্রশিক্ষণার্থীবহন করবে।
(ঙ) ভর্তিকালীন ভর্তি ফি বাবদ ৮,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা জমা দিতে হবে।
(চ) প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা শিক্ষা ঋণের কিস্তি প্রদান করতে হবে।
(ছ) নির্বাচিত এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কসশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মট্স এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

৬। দরখাস্ত করার নিয়ম ঃ

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এস.এস.সি মার্কসশীট এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।
(ঙ) কোন প্রকার নেশাগ্রস্ত বা মাদকসেবী প্রার্থী আবেদন করার যোগ্য হবে না।

৭। কোন এলাকার কারিতাসের কোন আঞ্চলিক অফিসে আবেদনকারী দরখাস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা ঃ

এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা	এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা
বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি -১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬ মোবা: ০১৯৫৫৫৯০৬৫৫	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০ মোবা: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬
বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০। মোবা: ০১৭১৮১৭৯০৫৮	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০ মোবা: ০১৭১৬৯২০০১৬
বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭১০১৭৯	বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, পোঃ বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০ মোবা: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪
বৃহত্তর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০ মোবা: ০১৭১৮৪০৪৩৮২	বৃহত্তর সিলেট	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩ মোবা: ০১৭১১৭৩১৪২৭

বিঃ দ্রঃ সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এল.টি.এম.সি কোর্সে মাসিক ৩৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। যোগাযোগঃ

পরিচালক **মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি** **১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬**	**প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা** **মোবাইল: ০১৩২৯৬৩৯৫৪৭, ০১৩২৯৬৩৯৫২১** **E-mail: general@mawts.org, Website:www.mawts.org**

মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/২৪৫/২৪

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিগনিস এশিয়া এসেম্বলী - ২০২৪

সেপ্টেম্বর ২৩- ২৭, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানের টোকিওর সিবুওয়াতে অবস্থিত ন্যাশনাল অলিম্পিক মেমোরিয়াল ইয়ুদ সেন্টারে সিগনিস এশিয়ার এসেম্বলী ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার ১২টি দেশের ৭০জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: "ডিজিটাল বিশ্বে শান্তির সংস্কৃতি গড়তে মানবীয় যোগাযোগ।" সমাবেশে ডিজিটাল যুগে বিশ্বাস, প্রযুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংযুক্ততার উপর জোর দেওয়া হয়।

এসেম্বলীর সূচনাপর্বে সিগনিস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ফাদার স্ট্যানলী কোজিকিয়ারা, সিগনিস জাপানের প্রেসিডেন্ট ইতারো টিসোখিয়া এবং সিগনিস জাপানের উপদেষ্টা ফাদার পিটার মাসাহিদে হারেসাকো স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ডিকাস্টারী অফ কমিউনিকেশনের প্রিফেক্ট ড. পাওলো রুফিনি ও সিগনিস ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট হেলেন ওসসানও মূলভাবের উপর গভীর আলোকপাত করেন।

এসেম্বলীর মূলবক্তা জাপান কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশপ পল তশিহিরো যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহে সত্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে 'সত্য ছড়িয়ে' দিতে বিশেষ আহ্বান করেন। একইসাথে ডিজিটাল উপকরণগুলো ব্যবহার করে জাপান কিভাবে মানব মূল্যবোধ ও সংহতির কাজ করে চলেছে তা তুলে ধরেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক বিধিবিধান বিষয়ক পোপ মহোদয়ের আহ্বান প্রতিধ্বনিত করে জাপানে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি আর্চবিশপ ফ্রান্সেসকো এসকালান্তে মোলিনা মানবীয় যোগাযোগ, ডিজিটাল বিশ্ব ও শান্তির সংস্কৃতির আন্তঃসংযুক্ততা নিয়ে আলোচনা করেন। মানবিক যোগাযোগ সত্যিকারভাবে বৃদ্ধি করতে হলে আমাদেরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তির বিপদগুলো এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্রযুক্তি যে ভালো ও উপকারী সুযোগ নিয়ে এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে। মানব যোগাযোগের আমাদের মধ্যে একটি গভীর সংবেদনশীলতা জাগ্রত করা দরকার বলে মনে করেন আর্চবিশপ মোলিনা।

মালয়েশিয়ার টিভি ব্যক্তিত্ব ম্যালিসা ফের্নান্দজের সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেয় জাপানী যুবক মোকতো ইয়ামাদা, নারী প্রতিনিধি কাজোয়ে সুজুকি ও এনজিও ব্যক্তিত্ব রিওয়া সুজুকি। পেশাগত কারণে ডিজিটাল বিশ্বে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততায় শান্তি বৃদ্ধিতে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশপ লিনুস সেঅং-হুয়ো লী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর সেশন পরিচালনার সময় সাংবাদিকদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তথ্য আদান-প্রদানের কেন্দ্রে মানুষকে রাখতে হবে, কোন ভয় বা সংশয় নয়।

মাকাতো ইয়ামাদা ও এরিকা উকাই শান্তি বিষয়ে জাপানী দৃষ্টিভঙ্গি সহভাগিতা করেন 'জাপান মণ্ডলী ও শান্তির জন্য আমাদের দৃঢ় আকাঙ্খা' এবং 'চলচ্চিত্রে শান্তি প্রদর্শন' বিষয় দু'টি উপস্থাপনের মাধ্যমে। এসেম্বলীর ২য় দিন ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার একটি দিন। ফিলিপাইনের মেন্নান আরাচিড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন এ্যাম্পিকেশন ও রিসোর্চ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরিচিত করান এবং বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচার কাজে তা আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াগুলো তুলে ধরেন। জাপানের সোফিয়া ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর ফাদার আরুণ ডি'সুজা এসজে ইগ্নেসিয়ান শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করে যোগাযোগ কর্মও যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা আলোচনা করেন।

এসেম্বলীর অন্যতম আকর্ষণীয় দিক ছিল শান্তি বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন। প্রথ মটি 'Water, Not Weapons – The Greening of Afghanistan' ডা. টেটসো নাকামোরা নামে একজন জাপানী ডাক্তারের পরিশ্রম, নিবেদন ও শ্রদ্ধার কথা তুলে ধরে। দ্বিতীয়টি 'The Face of the Faceless' অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ভারতীয় সিস্টার রাণী মারীয়ার জীবন উৎসর্গের ঘটনা চিত্রায়িত করে দয়া, ভালোবাসা ও ত্যাগের মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন পরিচালক শাইসন পি. কোসেপ।

সংলাপ, ঐক্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ডিজিটাল মিডিয়ার দায়িত্বশীল ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে সিগনিস এশিয়া এসেম্বলী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রেরণবাণী গ্রহণের মাধ্যমে এসেম্বলী সমাপ্ত হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে চালিত বিশ্বেও, মানুষের সত্যিকারের যোগাযোগ অবশ্যই হৃদয় থেকে আসতে হবে - পোপ মহোদয়ের এই অনুচিন্তনকে ধারণ করে এসেম্বলীর অংশগ্রহণকারীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যত প্রজন্মকে জড়িত করার একটি সম্মিলিত অঙ্গীকার করেন। সিগনিস এশিয়া ওয়ার্ল্ড সিগনিসের অংশ হিসেবে মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের যোগাযোগবিদদের সক্ষম করে তুলতে চাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই এসেম্বলীতে সিগনিস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরুসহ সিগনিস সদস্য ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি এবং ফাদার নিখিল গমেজ অংশগ্রহণ করেন।

২১জন নতুন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস

গত ৬ অক্টোবর দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস নতুন ২১জন কার্ডিনালের নাম প্রকাশ করেন যারা আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার পর্বদিবসে কন্সসিসটরী (বিশেষ অধিবেশনে) কার্ডিনালের কর্মদায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবেন। এর আগে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর সিনড অফ সিনোডালিটির প্রথম সেশনে কার্ডিনালদের কন্সসিটটরির মাধ্যমে কার্ডিনাল পদে আসীন করা হয়েছিল। এবারে সারাবিশ্ব থেকেই কার্ডিনালদের মনোনীত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের এই মনোনয়ন মণ্ডলীর সর্বজনীনতা প্রকাশ করে, যা জগতের সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের দয়াময় ভালোবাসা চলমান রাখে। রোম ধর্মপ্রদেশে তাদের অর্ন্তভূক্তি পিতরের পুণ্যাসন রোম মণ্ডলীর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা প্রকাশ করে। পোপ মহোদয় সকল খ্রিস্টভক্তদের ভবিষ্যত কার্ডিনালদের জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। নতুন কার্ডিনালগণ হলেন;

১) আঞ্জেলো আচেরবি, অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিও
২) কার্লোস গুস্তাবো কান্তিলো মাত্তাসোগ্লিও, পেরুর লিমার আর্চবিশপ
৩) ভিচেন্তে বোকালিচিগ্লিক, সান্তিয়াগোর আর্চবিশপ (আর্জেন্টিনা)
৪) লুইস জেরারদো কাববেরা হেররেরা, ওএফএম, ইকুয়েডরের আর্চবিশপ
৫) ফের্নান্দ নাতালিও চোমালি গালিব, সান্তিয়াগো দি চিলির আর্চবিশপ
৬) তার্সিসিউস কিকুচি, এসভিডি, টোকিও'র আর্চবিশপ, জাপান
৭) পাবলো ভিরজিলিও সিয়ংকো ডেভিড, কালোকানের বিশপ, ফিলিপাইন
৮) লাদিসলাভ নেমেদ, এসভিডি, বেওগ্রাদ-স্মেদেরলোর আর্চবিশপ, সার্বিয়া
৯) জাইমে স্পেংগ্লের, ওএফএম, পোর্তো আলেগ্রির আর্চবিশপ, ব্রাজিল
১০) ইগ্নাচে বেস্সী দগবো, আবিদজানের আর্চবিশপ, আইভোরী কোস্ট
১১) জ্যন-পল ভেস্কো, ওএফএম, আলগেরের আর্চবিশপ, আলজেরিয়া
১২) পাকালিস ব্রুনো সয়োকোর, ওএফএম, বোগোরের বিশপ, ইন্দোনেশিয়া
১৩) ডমিনিক যোসেফ মাথিও, ওএফএম, তেহরানের আর্চবিশপ, ইরান
১৪) রবের্তো রেপোলে, তুরিনের আর্চবিশপ, ইতালি
১৫) বালদাসাওে রেইনা, রোমের সহকারী বিশপ ও ভিকার জেনারেল
১৬) ফ্রান্সিস লিও, টরেন্টোর আর্চবিশপ, কানাডা
১৭) রোলানদাস মাক্রিককাস, রোমে পোপীয় বাসিলিকা মেরী মেজরের প্রধান পুরোহিত
১৮) মাইকোলা বাইচোক, সিএসআর, ইপারখি
১৯)আর, পি তিমথি পিটার যোসেফ রাদক্লিফ্ফে, ঐশতত্ত্ববিদ
২০) আর, পি, ফাবিও বাজিও সিএস, সহকারী সচিব, সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ডিকাসস্টারী
২১) মন্সিনিয়র জর্জ যাকব কোভাকাদ

- তথ্যসূত্র : news.va

বন্ধু ও বন্ধুত্ব

সিস্টার অলি তজু এসসি

একবার বাংলা স্যার ক্লাসে ঢুকেই শিক্ষার্থীদেরকে একটি প্রশ্ন করলেন, কষ্টের সময় ও সংকটের মুহূর্তে তোমরা কার উপর বেশী নির্ভর কর? প্রায় সবাই চেঁচিয়ে উত্তর দিল মায়ের উপর, বাবার উপর আবার কেউ বললো ঈশ্বরের উপর। স্যার লক্ষ্য করলেন সবার পেছনে বসা ছাত্রটি কোন উত্তর দেয়নি, তাই তাকে জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর দিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর উপর। ক্লাসের সবাই তখন চুপ হয়ে গেল। স্যার তখন তাদের বোঝাতে লাগলেন, কষ্টের সময় ও সংকটের মুহূর্তে আমরা এমন এক বন্ধুর উপর নির্ভর করি যে নাকি বিশ্বস্ত। মনে রাখবে পাঁচ প্রকার লোকের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ঠিক না।

- **মিথ্যাবাদী:** যে মরীচিকার মত প্রত্যারনা করতে পারে।

- **মুর্খ ব্যক্তি:** যে তোমার কোনো উপকারে আসবেনা।

- **কৃপন ব্যক্তি:** তুমি কোনো সাহায্য চাইলে যে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবে।

- **ভীরু ব্যক্তি:** যে তোমার বিপদ দেখে ভয়ে পালাবে।

- **স্বার্থবাদী:** যে তোমাকে সামান্য স্বার্থের জন্য বিক্রি করবে।

তাই বন্ধু ও বন্ধুত্বের অন্তরালে যেন কোন স্বার্থ না থাকে তেমন বন্ধু হতে হবে। বিশ্বস্ত বন্ধু কখনো ক্ষতি করে না।

খুঁজি যারে দু'নয়নে

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

১.অন্ধকার পেরিয়ে যেমন সকাল হয়
তেমনি পূর্বাকাশে উদিত হয়
রক্তিম সূর্যের,
আলোয় আলোকিত হয় চারিদিক
পাখিদের সুরেলা কণ্ঠে জেগে ওঠে
মানবকুল।

২. সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে নিঃস্তব্ধতা
কেটে যায়
আলোকিত হয় জীবন চলার পথ,
চলার গতি পথে যদিও দমকা হাওয়া
তবুও তো জীবন সে নয়কো থেমে।

৩. সন্ধ্যার গোধূলী লগ্নে নেমে
আসে অন্ধকার
ধীরে ধীরে স্তিমিত হয় চলার গতি পথ,
নীরব নিঃস্তব্ধতা গ্রাস করে সকল আলো
আলো অন্ধকারে জীবন হয় একাকার।

৪. শুভ্র সুন্দর নির্মল আলোকায়ন
আধাঁরের বুকে আলোর সমীকরন,
খেয়া নদীর মাঝি রে ভাই
ভাসাও মোরে জীবন সাগরে
খুঁজি যারে দু'নয়নে
প্রভুরে চাই জীবনের নামে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

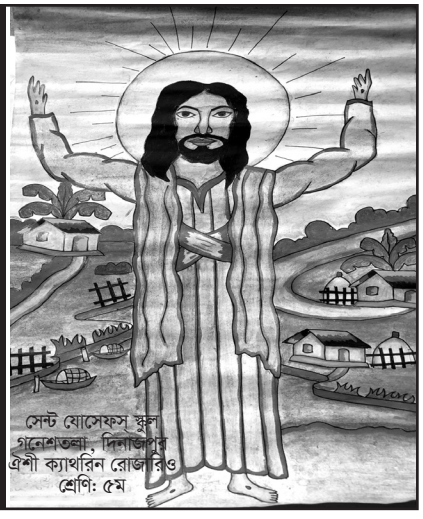

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক নির্জন ধ্যান ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

ফাদার রুবেন এস গমেজ: বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ -২০ এবং ২৩ - ২৭, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে দুই দলে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক নির্জন ধ্যান রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সকল ধর্শপ্রদেশ থেকে প্রথম দলে ৪ জন বিশপ এবং ১০০ জন যাজক অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় দলে ২ জন বিশপ এবং ১০৪ জন যাজক, দুই দলে সর্বমোট ৬ জন বিশপ এবং ২০৪ জন যাজক অংশগ্রহণ করেন। উভয় দলের জন্যই ফাদার পিটার রেমা (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ) এই নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন। এ বছর নির্জন ধ্যানের মূল বিষয় ছিল "যাজকীয় মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও মুগ্ধতা"। নির্জন ধ্যান পরিচালক ফাদার পিটার রেমা তার সহজ সরল ভাষায় উক্ত মূলভাবের উপর প্রতিটি বক্তব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন এবং সবাইকে এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন। নির্জন ধ্যান শেষে অনেক যাজকই এবারের নির্জন ধ্যানের বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন ও আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য যে স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও সকল যাজকদেরকে ওনার ধর্মপ্রদেশে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু কোড়াইয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকল কিছুর আয়োজন করেন। বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সেক্রেটারী ফাদার রুবেন এস গমেজ সকল বিষয়ে সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী ধর্মপাল বিশপ সুব্রত গমেজ-কে সংবর্ধনা প্রদান

ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও: বিগত ৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী ধর্মপাল বিশপ সুব্রত গমেজের কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে আগমন উপলক্ষে গান, ফুলের তোড়া এবং পা ধোয়ানোর মধ্য দিয়ে তাকে ধর্মপল্লীতে বরণ করা হয়। ৫ অক্টোবর, শনিবার সকাল ৯ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে ধর্মপল্লীর এবং হোস্টেলের মোট ৩০ জন ছেলে- মেয়ে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন। ৪ অক্টোবর তারা পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন এবং ৫ অক্টোবর প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন। এই দিনে আরও উপস্থিত ছিলেন পালপুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, ফাদার লিয়ন রোজারিও এবং পিমে সম্প্রদায়ের ৪ জন সিস্টারসহ আরো অনেক খ্রিস্টভক্ত। বিশপ মহোদয় এই বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও অনেকের উপস্থিতির জন্য অনেক খুশী হন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে সাধু যোসেফের মিলনায়তনে বিশপকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশপ মহোদয়কে মাল্যদান এবং ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হয় এবং নাচ, গানের মধ্যদিয়ে অর্থপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। শেষে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণকারী ছেলে- মেয়েদের উপহার প্রদান, স্মৃতিচিহ্ন এবং টিফিন প্রদান করা হয়। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব

ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি: বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ উদ্দীপনায় মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬৩তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রেমু রোজারিও, চ্যান্সেলর, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণের পর উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সকল অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষকসহ সকলকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয় এবং রবীন্দ্র-নজরুলের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে তাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য মোঃ রফিকুল ইসলাম সবাইকে স্বাগত জানান এবং কবিদের জন্ম-জয়ন্তী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও কবিদের নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন ফাদার প্রেমু রোজারিও, ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি, সহকারি শিক্ষিকা মিসেস সবিতা মারান্ডী ও মিসেস মনিকা ঘরামী।

দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত, আসন গ্রহন, সর্বজনীন প্রার্থনা, উদ্বোধন অনুষ্ঠান, অতিথিদের বরণ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের ছোট নাটিকা, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিশেষে সকলকে আপ্যায়নের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা-২০২৪

ফাদার উত্তম রোজারিও: 'মিলন সাধনা: অন্তর্ভূক্তি ও সংহতি' এই মূলসুরের আলোকে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে গত ০৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মপল্লীর বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের সর্বমোট ১০৩ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনা, উদ্বোধন নৃত্য ও পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরীর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হয়। এরপর ফাদার দিলীপ

এস কস্তা 'মিলন সাধনা' সম্পর্কে এবং ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা 'অন্তর্ভূক্তি ও সংহতি' সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ফাদার দিলীপ এস কস্তা তার বক্তব্যে বলেন: 'সিনোডাল মণ্ডলীতে সকলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে মিলন সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। সকলে মিলে মিলনধর্মী মণ্ডলী গঠনের কাজে তাই সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।' অন্যদিকে, ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা বলেন: 'মিলনধর্মী মণ্ডলীতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য অন্তর্ভূক্তি ও সংহতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কাজে কাউকেই বাদ দেয়া যাবে না। সকলকে নিয়েই একসাথে পথ চলতে হবে।'

গ্রামভিত্তিক দলীয় আলোচনা, দলীয় আলোচনার রিপোর্ট পেশ, উন্মুক্ত আলোচনা-সহভাগিতা, পাল-পুরোহিতের ধন্যবাদমূলক বক্তব্য এবং সকলে একসাথে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পালকীয় কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

রমনা ধর্মপল্লীতে নতুন পালকীয় পরিষদ গঠন

জয় চার্লস রোজারিও: রমনা ধর্মপল্লীর বিগত পরিষদের মেয়াদ সমাপ্তে ২০২৪-২০২৭ মেয়াদে নতুন পালকীয় পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ রবিবাসরীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরপর পালকীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দকে শপথ বাক্য পাঠ করান। পরবর্তীতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পালকীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রথম সভায় ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ট্রেজারার এবং বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক- সদস্য সচিব নির্ধারণ করা হয়। ভাইস চেয়ারম্যান পদে হেনরী রঞ্জন গমেজ এবং ফেবিয়ান সেবাস্টিন গমেজ, সেক্রেটারি পদে জয় চার্লস রোজারিও এবং ট্রেজারার পদে টমাস বরুণ গমেজকে সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত করা হয়। সর্বমোট ২৭ সদস্য বিশিষ্ট এই পালকীয় পরিষদ আগামী তিন বছরের জন্য ধর্মপল্লীর উন্নয়নে এক সাথে কাজ করে যাবে।

মহাসমারোহে বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিপালিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই: গত ৪ অক্টোবর শুক্রবার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বান্দুরা সেমিনারীর প্রিয় প্রতিপালিকা বালক যিশু ভক্তা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বকে কেন্দ্র করে নয় দিন নভেনা করা হয় । নয় দিনের এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সেমিনারীয়ানগণ সহ বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে অনেক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৯:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয় অতঃপর তাঁর গুণাবলী স্মরণ করে তাঁর চরণে প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ। এছাড়াও আরও ১৮ জন যাজক ১ জন ডিকন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টার সহ প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টভক্ত এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার উক্তি "ঈশ্বর আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি" এর উপর ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ চমৎকার ও জোরালো উপদেশ দেন। তিনি সবাইকে আহ্বান জানান আমরা যেন সরবে ও নিরবে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসি।

খ্রিস্টযাগের শেষে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার ছবি ও বিস্কুট আশীর্বাদ করা হয় এবং তা সকল খ্রিস্টভক্তের মাঝে বিতরণ করা হয়। একই সাথে সেমিনারীর ইতিহাসে প্রথম বারের মত 'ক্ষুদ্রপুষ্প' নামে একটি স্মরণিকা উদ্বোধন করা হয়। সবশেষে সেমিনারীর পরিচালক সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এসএসভিপি পর্ব উদ্‌যাপন ও ঢাকা আর.সি'র আঞ্চলিক সম্মেলন-২০২৪

চয়ন এস রোজারিও: বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও মাদার তেরেজা ভবন মিলনায়তনে "মানুষকে ভালোবাসুন, মানুষের সেবা করুন" এই মুলসুর নিয়ে "সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স ও ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল (ঢাকা আর সি) যৌথভাবে পর্বপালন এবং আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে। আরসি'র বোর্ডমেম্বার, ঢাকাস্থ কনফারেন্স, ভাওয়াল ও আঠারোগ্রাম, কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও ট্রেজারার সহ সর্বমোট ২০০ জন ভিনসেনসিয়ান অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, প্রেসিডেন্ট, কারিতাস এশিয়া তার বক্তব্যে সোসাইটির অতীতের কার্যক্রম, বর্তমান সোসাইটির অবস্থান এবং ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা সহ বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত কাজ করার আহবান করেন। বিশেষ অতিথি গাব্রিয়েল মন্ডল-সিজিআই প্রতিনিধি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে এসএসভিপি ন্যাশনাল এর কার্যক্রম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে সিজিআই এর সাহায্যে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। বাংলাদেশে কার্যক্রম চলমান করার জন্য অবিলম্বে ন্যাশনাল পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসভিপি ঢাকা আর সি'র সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জন পিরিচ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কনফারেন্স থেকে আগত প্রেসিডেন্টগণ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও পর্বীয় বাণী সকলের নিকট তুলে ধরেন। আর.সি'র প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে এসএসভিপি কার্যক্রমকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান করেন এবং কনফারেন্সগুলোকে আরো শক্তিশালী করে ন্যাশনালকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন। পর্বীয় অনুষ্ঠানে হলি রোজারি কনফারেন্স সার্বিক সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য করেন এবং বেনিফিসিয়ারীগণ নগদ অর্থ ও দুপুরের খাবার পেয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন "সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স ও ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল (ঢাকা আরসি) সেক্রেটারী চয়ন এস রোজারিও।

Divine Mercy Nursing Institute

Mothbari, Ulokhola, Nagori, Kaliganj, Gazipur, Bangladesh
Of The Christian Co-operative Credit Union Ltd. Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A East Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka-1215

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/414 Date: 06th October, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an experienced and self-motivated **"Principal"** for Divine Mercy Nursing Institute to ensure the delivery of high-quality nursing education and preparing students for successful careers in healthcare sector.

Position: Principal

Key Job Responsibilities:

- Oversee day-to-day operations across the Institute by providing effective leadership, supervision and a safe environment for all students and employees and ensure overall excellence.
- Develop and implement policies, regulations, protocols, internal controls, procedures and guidelines to ensure the smooth functioning of the college by providing strategic leadership and to ensure that all students are supervised in a safe learning environment that meets the approved curriculum as per regulatory and government standards/practices.
- Design and update the nursing curriculum to meet the educational standards and requirements. Collaborate with faculty members to develop relevant and up-to-date courses that align with industry trends and best practices.
- Recruit and evaluate faculty members and staff.
- Provide guidance and support to ensure effective teaching and learning. Promote high standards and expectations for professional development and suggest opportunities for faculty and staff to enhance their skills and knowledge.
- Oversee student affairs, including admissions, enrollment, and student support services. Ensure that students have access to all necessary resources and support systems to succeed academically and personally. In addition, also address student concerns and maintains a positive learning environment.
- Ensure that the nursing college meets accreditation standards and regulatory requirements by conducting regular assessments and evaluations to monitor the quality of education and implement improvements as needed.
- Represent the nursing institute in the community and fosters partnerships with healthcare organizations, professional associations, and other stakeholders. Promote the institute's reputation and collaborate on initiatives that benefit students and the nursing profession.
- Responsible for financial management, including budget planning and resource allocation. Ensure that the college operates within its financial means and maximizes resources to support educational programs and services.
- Manage, evaluate and supervise effective and clear procedures for the operation and functioning of the extracurricular activities, discipline systems to ensure a safe and orderly climate, building maintenance, program evaluation, personnel management, office operations, and emergency procedures.
- Allocate teaching responsibilities to the academic staff as agreed by the Principal and in the academic board.
- Manage and maintain the property assets, including all other facilities of the Nursing Institute and to be aware of and comply with all Health and safety regulations as directed by the government.
- Serve as a credible and compelling spokesperson for the Institute.

Educational Requirements:

- Must have B.Sc/M.Sc in Nursing/Masters in Public Health (MPH)
- Candidates having professional certifications in Nursing/Health care will get preferences.

Experience Requirements:

Minimum 08 years of experience as Principal/Vice Principal in any reputed Nursing Institute/Medical college

Additional Requirements:

- Age 40-50 years.
- Only females are allowed to apply.
- Must have Computer skills. Should have knowledge in operating Microsoft Office Package.
- Should be able to lead and guide a large team of professionals.
- Strong analytical and financial reporting expertise.
- Expert in oral/written communication with necessary interpersonal skills.
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively.
- Strong leadership abilities and the capability to motivate a team.
- Flexibility with an emphasis on delivery and growth with a proven track record of achieving results.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: Contractual
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by 26 October, 2024. ---------- Michael John Gomes Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka	Acting Chief Executive Officer **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/
The position applied for should be written on top right corner.	

বিজ্ঞ/২৪৪/২৪-৭৮

বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম : ২৮.০৬.১৯৪৪
মৃত্যু : ২৬.১০.২০০৪

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার"।

আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

পরিবারের পক্ষে,

সুপর্ণা এলিস গমেজ
পিউস রোজারিও
এবং
শঙ্খ লীলাস্মিত রোজারিও

মালঞ্চ গমেজ
ডা : জেমস রবার্ট গমেজ, অপর্ণা এ্যানি গমেজ, উপাসনা রুথ গমেজ, ফ্র্যাঙ্কলিন হিউ গমেজ
সঞ্চয় চার্লস গমেজ, জ্যোতি গমেজ, মায়া গমেজ ও হৃদ গমেজ
ক-১১৬/১৯/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান ঢাকা-১২১২

বিজ্ঞ/২৫২/২৪

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেডে কিছু সংখ্যক সমবায় এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে, আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় দ্রুত যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যোগাযোগ: ০১৬১১২৪৫২৫৫
ই-মেইল: bdm.nicl@gmail.com

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড
জেনেটিক প্লাজা (লেভেল-৩), বাড়ি # ১৬,
সড়ক # ১৬(পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮০ ৪১০ ২০২৮৯-৯২

বিজ্ঞ/২৫১/২৪

১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

নাম: প্রয়াত প্রভাত জেম্স গমেজ
জন্ম: ৭ আগষ্ট, ১৯৪২
মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০১৪

"তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।
তোমারি পৃথিবী, তোমারি স্বর্গ,
পুণ্য সকল ধাম ॥"

বাবা,
দেখতে দেখতে ১০টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোনদিন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মূহূর্তে তোমাকে অনেক বেশি মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতিসৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথি পরায়ন, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ।
আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আর্শীবাদ কর যেন আমরা খ্রিষ্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎ ভাবে আমাদের মাকে নিয়ে জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
আমাদের মা- জ্যোৎস্না গমেজ । ছেলে ও ছেলে বউ: রকি- স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা-লরেন্স
এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয় স্বজন।
গ্রাম: জয়রামবের, পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২৪৬/২৪

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 37
Regd. No. DA-33
❖ 20 - 26 October, 2024, ৪ - ১০ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে আমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল **বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান** থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আসছে ৩১ অক্টোবর - ০১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রেদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছরের মূলসুর: "প্রার্থনার প্রেরণা ফাতেমা রাণী মা মারীয়া: যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে বাস করে।"

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, মিশার উদ্দেশ্য ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, তারা দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত নম্বরগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ২০০ টাকা।

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রীষ্টেতে

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল: ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ৩১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পাপস্বীকার : ০২:০০ মিনিট
পবিত্র খ্রিস্টযাগ : ০৪:০০ মিনিট
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা : ০৮:০০ মিনিট
সাক্রামেন্টের আরাধনা ও আলোর শোভাযাত্রা : ১১:৩০ মিনিট

নভেম্বর ০১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জীবন্ত ক্রুশের পথ : ০৮:০০ মিনিট
মহাখ্রিস্টযাগ : ১০:০০ মিনিট

বিজ্ঞ/২৪১/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org